পাক্ষিক

আহমদী

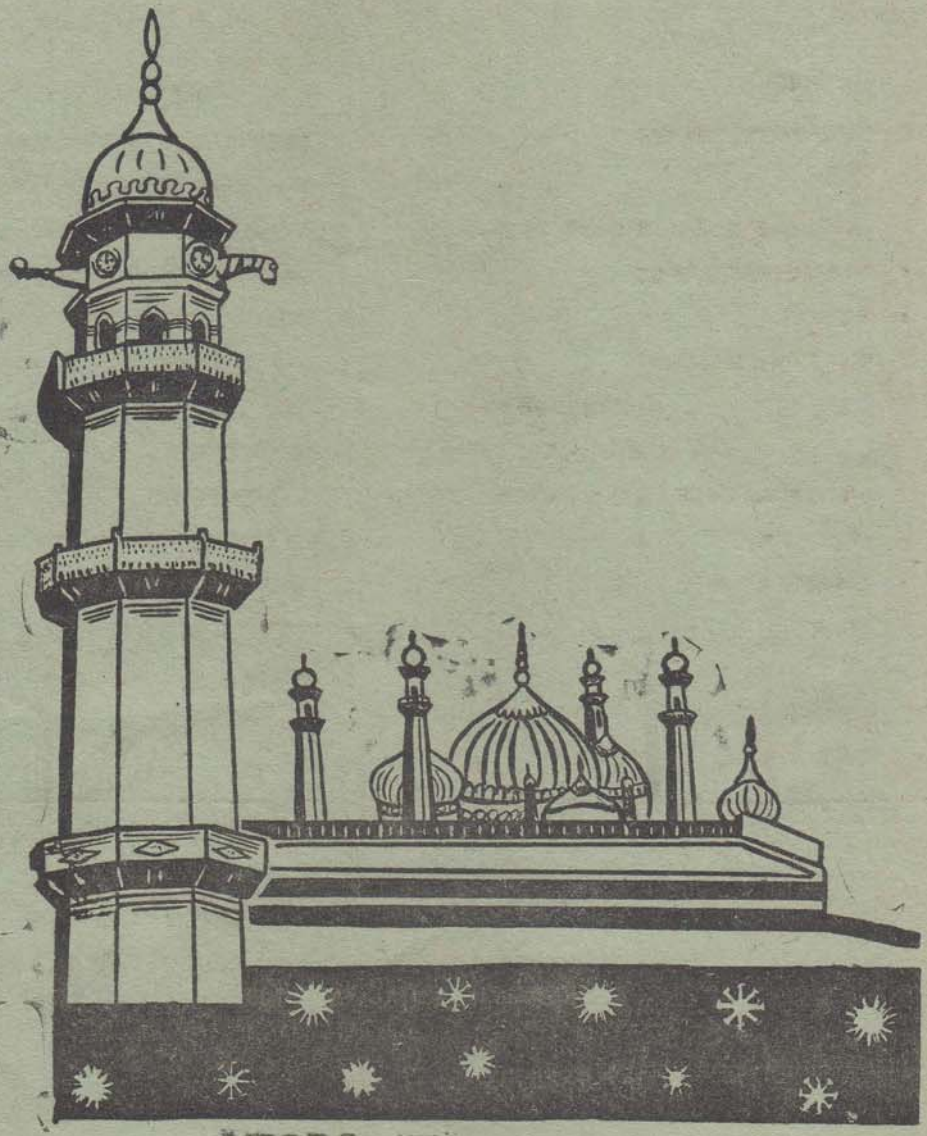

সম্পাদক :—এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আনওয়ার।

বার্ষিক চাঁদা
পাক-ভারত—৫ টাকা

৪র্থ সংখ্যা
৩০শে জুন, ১৯৬৯ :

বার্ষিক চাঁদা
অন্যান্য দেশে ১২ শিঃ

আহ্‌মদী
২৩শ বর্ষ

সূচীপত্র

৪র্থ সংখ্যা
৩০শে জুন, ১৯৬৯ :

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
কোরআন করীমের অনুবাদ	মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ (রহঃ)	৮৯
হাদীস	অনুবাদক—বশির আহ্‌মদ	৯১
হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)-এর অমৃতবাণী	তবলীগে হক্ হইতে উদ্ধৃত	৯২
আল্লাহতায়ালার অস্তিত্ব	মৌলবী মোহাম্মাদ	৯৪
অন্তরমুখী	মোহাম্মদ মোস্তফা আলী	৯৯
অমর যাদের জীবন কথা	মাহ্‌মুদ আহ্‌মদ	১০১
রসুলে করীমের (দঃ) জীবনের একটি অনন্য ঘটনা একটি অনন্য ভবিষ্যদ্বাণী	আঃ আঃ গোলাম আম্বিয়া	১০৩
হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) ও ইরাণের বিপ্লব	মোঃ নূরুল আলম	১০৫
ছোটদের পাতা	ডাঃ মোহামদ সিরাজুল ইসলাম	১০৬
রাবওয়ার সমাজ কি	ইমদাদুর রহমান	১০৮
সংবাদ	আহ্‌মদী জগৎ	১১১

For

COMPARATIVE STUDY

Of

WORLD RELIGIONS

Best Monthly

THE REVIEW OF RELIGIONS

Published from

RABWAH (West Pakistan)

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم
وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্যায় : ২৩শ বর্ষ : ৩০শে জুন : ১৯৬৯ সন : ৩০শে এহ্‌সান : ১৩৪৮ হিজরী শামসী : ৪র্থ সংখ্যা

॥ কোরআন করীমের অনুবাদ ॥

মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ সাহেব (রহঃ)

সূরা ইউসুফ

১১শ রুকু

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

৯৫। যখন বনিক দল (মিশর হইতে) রওয়ানা হইল তাহাদের পিতা বলিল, যদিও তোমরা আমাকে বুদ্ধিভ্রষ্ট মনে কর তথাপি (বলিব), নিশ্চয় আমি ইউসুফের গন্ধ পাইতেছি।

৯৬। (উপস্থিত লোকগণ) বলিল, খোদার কসম নিশ্চয় তুমি স্বীয় পুরাতন ভ্রান্তিতেই নিপতিত আছ।

৯৭। অতঃপর যখন সুসংবাদ বাহক আসিয়া (ইউসুফের) কামিয তাহার সম্মুখে রাখিল তখন সে (বাস্তবভাবে) জানিতে পারিল। (এবং) বলিল, আমি কি তোমাদিগকে বলি নাই যে, আমি আল্লাহ্‌র নিকট হইতে (জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া) যাহা অবগত আছি তাহা তোমরা অবগত নহ।

৯৮। তাহারা বলিল, হে আমাদের পিতা! আপনি আমাদের জন্য আমাদের পাপ সমূহের ক্ষমা প্রর্থনা করুন, নিশ্চয় আমরা অপরাধকারী ছিলাম।

৯৯। সে বলিল, নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য আমার প্রভুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিব। নিশ্চয় তিনি অতি ক্ষমাশীল পরম দয়াময়।

১০০। অতঃপর যখন তাহারা (সকলে) ইউসুফের নিকট উপস্থিত হইল সে আপন পিতা মাতাকে নিজের নিকটে স্থান দিল এবং বলিল, যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন তবে শান্তির সহিত মিশরে প্রবেশ কর।

১০১। এবং সে তাহার পিতা-মাতাকে সিংহাসনের উপর বসাইল। এবং তাহারা তাহার সাক্ষাতে প্রণত অবস্থায় পতিত হইল। এবং সে বলিল, হে আমার পিতা! ইহা ত আমার পূর্ব দৃষ্ট স্বপ্নের তাৎপর্য্য। নিশ্চয় আমার প্রভু ইহাকে সত্যভাবে পূর্ণ করিলেন। এবং নিশ্চয় তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন যখন তিনি আমাকে কারাগার হইতে বাহির করিয়াছেন এবং (সম্মানের পদে অধিষ্টিত করিয়া) তিনি তোমাদিগকে পল্লী অঞ্চল হইতে বাহির করিয়া (শহরে আমার নিকট) নিয়া আসিলেন, শয়তান আমার ও আমার ভাইদের মধ্যে বিরোধ ঘটানোর পর। নিশ্চয় আমার প্রভু যাহার প্রতি ইচ্ছা সুকোমল ব্যবহার করিয়া থাকেন। নিশ্চয় তিনি সমক্য জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময়।

১০২। হে আমার প্রভু! নিশ্চয় তুমি আমাকে আংশিক রাজ ক্ষমতা দান করিয়াছ এবং (তোমার) বাক্য সমূহের প্রকৃত তত্ত্ব বর্ণনা করার জ্ঞান হইতেও আমাকে দান করিয়াছ। হে আকাশ মণ্ডল ও পৃথিবীর স্রষ্টা তুমিই আমার ইহপরকালের অভিভাবক, তুমি আমাকে (তোমাতে) আত্মসমর্পণকারী অবস্থায় মৃত্যু দান করিও এবং সজ্জনগণের জমাআতে অন্তর্ভুক্ত করিও।

১০৩। (হে নবী) এই (বর্ণনা) গায়েবের সংবাদ সমূহের অন্তর্গত যাহা তোমার নিকট ওহী দ্বারা প্রকাশ করিতেছি। এবং তুমি তাহাদের সন্নিকট ছিলে না যখন তাহারা তাহাদের কার্যে সমবেত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিল এবং তাহারা ষড়যন্ত্র করিতেছিল।

১০৪। এবং যদিও তুমি কতই না আগ্রহ কর (যে সকল মানুষই হেদায়াত প্রাপ্ত হউক কিন্তু) অধিকাংশ লোক কখনও ঈমান আনয়ন করিবে না।

১০৫। এবং তুমিও তাহাদের নিকট এই (কোরআন প্রচারের) জন্য কোন বিনিময় চাহিতেছ না। ইহা বিশ্ববাসীর জন্য অবশ্যই স্মারক উপদেশ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে।

(ক্রমশঃ)

॥ হাদিস ॥

নামায

ইহার শর্ত এবং ইহার আদব

অনুবাদক—বশির আহ্‌মদ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

১

হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ মাসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, আমি রসুল করীম (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট কোন আমল সবচাইতে বেশী পছন্দনীয়। তিঁনি বলিলেন, সময় মত নামায আদায় করা। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম তাহার পর কি? তিনি বলিলেন, মা বাপের সহিত সদ্ব্যবহার করা। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম তাহার পর কি? তিনি বলিলেন, খোদার রাস্তায় জেহাদ করা অর্থাৎ খোদাতায়ালার দীনের প্রচারের জন্য পূর্ণ প্রচেষ্টা করা। (বুখারী)।

২

হযরত জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রসুল করীম (সাঃ)-এর নিকট জিবরাইল (আঃ) আসেন এবং বলেন, উঠুন এবং নামায আদায় করুন। অতঃপর হযরত জিবরাইল (আঃ) তাঁহাকে যোহোরের নামায সেই সময় পড়াইলেন যখন সূর্য ঢলিতে লাগিল। তারপর আসরের নামায সেই সময় পড়াইলেন যখন প্রত্যেক জিনিষের ছায়া তার বরাবর হইয়া গেল। অতঃপর সূর্য ডুবার পর মগরিবের নামায পড়াইলেন। অতঃপর এশার নামায "শাফ্‌ক্" অর্থাৎ সন্ধ্যালোক শেষ হইবার পর পড়াইলেন। অতঃপর সূর্য্যোদয়ের পূর্বে ফজরের নামায পড়াইলেন। তারপর দ্বিতীয় দিন হযরত জিবরাইল (আঃ) পুনঃরাগমন করিলেন এবং যোহোরের নামায সেই সময় পড়াইলেন যখন প্রত্যেক জিনিষের ছায়া তার বরাবর হইয়া গেল, অতঃপর আসরের নামায তখন পড়াইলেন যখন প্রত্যেক জিনিষের ছায়া তার দুইগুণ হইয়া গেল এবং মগরিবের নামায পূর্ব দিনের সময়ই পড়াইলেন। অতঃপর এশার নামায অর্দ্ধ রজনী অথবা রজনীর চতুর্থ অংশ অতিবাহিত হইবার পর এবং ফজরের নামায সেই সময় পড়াইলেন যখন আলো পূর্ণরূপে ছড়াইয়া পড়িল। ইহার পর হযরত জিবরাইল (আঃ) বলিলেন, নামায আদায়ের জন্য সর্ব উত্তম সময় এই দুই সময়ের মধ্যবর্তী সময়।

(মসনদে আহ্‌মদ)।

৩

হযরত আলী হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, নামাযের চাবি হইল পবিত্রতা। নামাযের সম্মান হইল তকবীর। নামাযের "তাহলীল" হইল "তসলীম" অর্থাৎ আল্লাহ্ আকবার বলিয়া নামাযের দোওয়া বা কোরআন পাঠ ছাড়া অন্য কথা বা কাজ করা নিষিদ্ধ হইয়া যায় এবং সালাম ফিরিবার পর সেই সমস্ত নিষিদ্ধ কাজ জায়েয হইয়া যায়। (তিরমিযী)।

৪

হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, রসুল করীম (সাঃ) তকবীর (আল্লাহ্‌আকবার)

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

॥ হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর অমৃতবাণী ॥

সত্য ও ঈমান বিলোপ করিবার উদ্দেশ্যে, খ্রীষ্টানদের শিক্ষাও কয়েক প্রকার সুড়ঙ্গ তৈয়ার করিয়াছে এবং খ্রীষ্টানগণ ইসলামকে নির্মূল করিবার উদ্দেশ্যে পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করিয়া মিথ্যা ও প্রবঞ্চনার সমস্ত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম উপায় সৃষ্টি করিয়া, তাহা দিনে ডাকাতির ন্যায় প্রত্যেক সময় ও সুযোগে প্রয়োগ করিতেছে এবং মুসলমানদিগকে লক্ষ্যচ্যুত করিবার নূতন নূতন ব্যবস্থা তাহাদিগকে পথ ভ্রষ্ট করিবার নব নব উপায় উদ্ভাবন করিতেছে এবং যিনি সাধুগণের গৌরব এবং খোদা-তা'লার সান্নিধ্য প্রাপ্ত মহর্ষিগণের মুকুট এবং সকল বরণীয় নবীগণের অধিনায়ক—সেই পূর্ণ মানবের কঠোর অবমাননা করিতেছে; এমন কি, শয়তানী করিয়া ইসলাম ও ইসলামের পবিত্র পথ-প্রদর্শককে নাট্যাভিনয়ে কদর্যভাবে চিত্রিত করা হইতেছে এবং সঙ বাহির করা হইতেছে। থিয়েটারের সাহায্যে অতি জঘন্য মিথ্যা অপবাদ প্রচার করা হইতেছে এবং এইভাবে ইসলাম ও ইসলামের পবিত্র নবী (সাঃ)-এর মহান মর্যাদা ধূলিসাৎ করিবার জন্য সর্বপ্রকার হীন প্রচেষ্টা অবলম্বন করা হইয়াছে।

এখন, হে মুসলমানগণ! শ্রবন কর এবং মনোযোগ দিয়া শ্রবন কর। ইসলামের পবিত্র প্রভাব রোধ করিবার জন্য খ্রীষ্টান জাতি যত কুটিল কুৎসা রটনা করিয়াছে, যত প্রবঞ্চনাপূর্ণ উপায় অবলম্বন করিয়াছে এবং তাহা প্রচার করিবার জন্য যেরূপ আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছে ও টাকা পয়সা জলের ন্যায় খরচ করিয়াছে, এমন কি, অতি লজ্জাজনক উপায়-সমূহ যাহার উল্লেখ হইতে এই রচনাকে পবিত্র রাখাই শ্রেয়ঃ, এই উদ্দেশ্যে অবলম্বন করা হইয়াছে যে, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। খ্রীষ্টানজাতি এবং ত্রিত্ববাদের সমর্থনকারীদের পক্ষ হইতে এ সমস্ত এরূপ প্রতারণামুলক কার্য যে, যে পর্যন্ত খোদাতা'লা তাহাদের এই সকল প্রতারণার বিরুদ্ধে সেই অলৌকিক শক্তি-সম্পন্ন পরাক্রমশালী হস্ত প্রদর্শন না করিবেন এবং অলৌকিক শক্তি দ্বারা এই যাদুর ধাঁধাঁ ছিন্ন

(হাদিসের অবশিষ্ট্য)

বসিয়া নামায শুরু করিতেন। তারপর সুরা ফাতেহা পাঠ করিতেন। যখন তিনি রুকু করিতেন তখন মস্তককে না উপরে না নীচে করিয়া রাখিতেন বরং মাথা পিঠের সমান রাখিতেন এবং যখন রুকু হইতে উঠিতেন তখন সোজা হইয়া দাঁড়াইতেন। অতঃপর সেজদা করিতেন এবং যখন সেজদা হইতে উঠিতেন তখন সোজা হইয়া বসিতেন ও অপর সেজদ করিতেন। তিনি যখন দুই রাকাতের পর তাশাহুদের জন্য বসিতেন, তখন তাঁহার ডান পা খাড়া রাখিতেন এবং বাম পা বিছাইয়া দিতেন। শয়তানের মত হইয়া বসা অর্থাৎ এড়ির উপর ভর করিয়া বসিতে নিষেধ করিয়াছেন এবং সেজদায় বাহু মাটির সহিত লাগাইতে মানা করিয়াছেন, যে ভাবে পশু বাহু প্রশারিত করিয়া বসে। শেষে তিনি اسلام عليكم ورحمة الله বলিয়া নামায শেষ করিতেন। (মসনদে আহ্‌মদ)।

(ক্রমশঃ)

★

বিচ্ছিন্ন করিয়া না দিবেন, সে পর্যন্ত এই ফিরিঙ্গী জাতির প্রতারণা হইতে সরল চিও জনগণের মুক্তি-লাভ সম্পূর্ণ ধারণাতীত।

অতএব খোদাতা'লা এই যাদু বা প্রতারণা পণ্ড করিবার উদ্দেশ্যে এ যুগের খাঁটি মুসলমানগণকে এক মোজেযা (অলৌকিক নিদর্শন) প্রদান করিয়াছেন; অর্থাৎ তিনি তাঁহার এই দাসকে স্বীয় ইলহাম, কালাম এবং বিশিষ্ট আশিস ও কল্যাণসমূহ দ্বারা সম্মানিত করিয়া এবং স্বীয় পথের (ধর্মের) সূক্ষ্ম তত্ত্ব-সমূহ সম্বন্ধে জ্ঞান দান করিয়া বিরুদ্ধবাদিগণের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছেন এবং বহু স্বর্গীয় ও মহান অলৌকিক ব্যাপার এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও তত্ত্ব-সমূহ তাহাকে দান করিয়াছেন, যেন এই স্বর্গীয় প্রস্তরের সাহায্যে সেই মোমের মূর্তি, যাহা ফিরিঙ্গী-দের যাদুর দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছে; চূর্ণ-বিচূর্ণ করা যায়।

সুতরাং হে মুসলমানগণ! এই অধমের আগমন যাদুর অন্ধকার বিদূরীত করিবার জন্য খোদাতা'লার তরফ হইতে এক মোজেযা। যাদুর মোকাবিলায় দুনিয়ায় অলৌকিক নিদর্শনও প্রকাশিত হওয়া কি আবশ্যক ছিল না? তোমাদের দৃষ্টিতে কি ইহা বিস্ময়কর ও অসম্ভব বোধ হয় যে, এরূপ অতি জঘন্য স্তরের প্রবঞ্চনা সমূহের বিরুদ্ধে, যাহা যাদুর স্তরে গিয়া পৌঁছিয়াছে, খোদাতা'লা সত্যের এরূপ এক জ্যোতি প্রদর্শন করেন, যাহা অলৌকিক শক্তির প্রভাব রাখে?

হে বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ তোমরা আশ্চার্যান্বিত হইও না খোদাতা'লা এহেন প্রয়োজনের সময় এবং এই গভীর অন্ধকারের যুগে এক স্বর্গীয় জ্যোতি অবতীর্ণ করিয়াছেন, এবং সর্বসাধারণের হিতার্থে, বিশেষতঃ ইসলামের বাণীকে গৌরাবান্বিত করিবার জন্য এবং হযরত 'খায়রুল-আনামের' [অর্থাৎ হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর—অনুবাদক] নূর প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে এবং মুসলমানদের সাহায্যকল্পে ও তাহাদের আভ্যন্তরীণ অবস্থা বিশুদ্ধ করিবার মানসে, তিনি তাঁহার এক বান্দাকে জগতে প্রেরণ করিয়াছেন; বরং আশ্চর্যের বিষয় ইহাই হইত যে, সেই খোদা, যিনি ইসলাম ধর্মের সাহায্যকারী, যিনি সর্বদা কোরআনের শিক্ষাকে সংরক্ষণ করিবেন এবং ইহাকে নিস্তেজ, নিষ্প্রভ ও জ্যোতি-বিহীন হইতে দিবেন না বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, তিনি এই অন্ধকার দর্শন করিয়া এবং ভিতর ও বাহিরের আপদ সমূহ নিরীক্ষণ করিয়াও চুপ থাকিতেন এবং আপন প্রতিশ্রুতি স্মরণ না করিতেন, যাহা তিনি তাঁহার বাণীতে জোরদার ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। আমি পুনরায় বলিতেছি যে, যদি এই পবিত্র রসুলের সেই পরিষ্কার ও অতি সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী অপূর্ণ থাকিত যাহাতে তিনি বলিয়াদেন, "প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগে খোদাতা'লা এরূপ এক বান্দাকে সৃষ্টি করিবেন, যিনি তাঁহার ধর্মকে নব-জীবন দান করিবেন" তবেই বিস্ময়ের বিষয় হইত।

★

আল্লাহ্‌তায়ালার অস্তিত্ব

মৌলবী মোহাম্মাদ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ভাষণ শক্তি

চোখে না দেখা গেলেও কাহারও অস্তিত্বের নিঃসন্দেহ প্রমাণ মিলে তাঁহার ভাষণ শক্তির পরিচয়ে। যিনি কথা বলেন, যাঁহার কথা শুনা যায় এবং যাঁহার বাণী হস্তগত হয়, তাঁহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন সন্দেহ প্রকাশ করার অবকাশ থাকে না। সকল মিথ্যা মাবুদ হইতে আমাদিগের মন মুক্ত করিবার জন্য আল্লাহ্‌তায়ালা এই যুক্তিই পেশ করিয়াছেন যে, তাহারা কথা বলে না। পবিত্র কুরআনে তিনি জানাইয়াছেন—

و اتخذ قوم موسى من بعده من حليهم
عجلا جسدا له خوار - الم يروا انه لا يكلمهم
و لا يهديهم سبيلا ٥

"এবং মুসার জাতি, তাহার অবর্তমানে, তাহাদের অলঙ্কার দিয়া এক গোবৎস নির্মাণ করিয়াছিল, নিম্ন-স্বরের শব্দকারী এক প্রাণহীন দেহ। তাহারা কি দেখে নাই, ইহা তাহাদের কথার উত্তর দিত না এবং তাহাদিগকে পথপ্রদর্শন করিতেও পারিত না।" (সুরা আরাফ—১৮শ রুকু)।

পক্ষান্তরে নিজের সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন :—

و اذا سالك عبادى عنى فانى قريب -
اجيب دعوة الداع اذا دعان ٥

"এবং যখন আমার বান্দাগণ তোমাকে আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে, বলঃ আমি নিকটে আছি। আমি প্রার্থনার উত্তর দিই, যখন সে প্রার্থনা করে।" (সুরা বকর—২৩শ রুকু)।

আল্লাহ্‌তায়ালা কেবল কথা বলেন না বরং তিনি জানাইয়াছেন যে, তিনিই মানুষকে ভাষণ শিক্ষা দিয়াছেন।

الرحمن ٥ علم القرآن ٥ خلق الانسان ٥
علمه البيان ٥

"রহমান খোদা কুরআন শিখাইয়াছেন, যিনি মানবকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি তাহাকে ভাষণ শিক্ষা দিয়াছেন।" (সুরা রহমান—১ম রুকু)।

সকল জ্ঞান, সর্বোচ্চ সভ্যতা ও প্রগতির উৎস পবিত্র কুরআনকে প্রমাণ স্বরূপ পেশ করিয়া আল্লাহ্‌-তায়ালা স্বীয় ভাষণ শক্তির দাবী জানাইয়াছেন। বস্তুতঃ সৃষ্টির মাঝে কেবল মানবকে ভাষণ-জ্ঞান শিক্ষা দিয়া এবং উহার দ্বারা পথ প্রদর্শন করিয়া তিনি তাহাকে সৃষ্টির মাঝে সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করিয়াছেন।

وعلم ادم الاسماء كلها -

"এবং তিনি আদমকে সকল নাম শিক্ষা দিয়াছেন।" (সুরা বকর—৪র্থ রুকু)।

আল্লাহ্‌তায়ার কথা বলার প্রমাণস্বরূপ বিভিন্ন জাতির মধ্যে ধর্মগ্রন্থ এবং সাধুগণের ঐশীবাণী লাভ প্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার কথা বলার শক্তি পূর্বেও যেমন ছিল, অদ্যও সেইরূপ আছে। এ যুগেও তিনি যুগ নবী হযরত মসিহ্‌ মওউদ (আঃ)-এর প্রতি প্রত্যাদেশবাণী দিয়াছেন এবং যাহারা তাঁহার অনুসরণে পবিত্র কুরআনের শিক্ষামূলে চলে, তাহাদিগের সহিত তিনি কথা বলিয়া থাকেন। আল্লাহতায়ালা যেখানে

প্রার্থনার উত্তর দেওয়ার প্রতিজ্ঞা জানাইয়াছেন সেখানে প্রার্থনার উত্তর পাওয়ার জন্য তিনি তাঁহার আহ্বানে সাড়া দেওয়াকে শর্তরূপে রাখিয়াছেন।

فليستجيبو الى و ليؤمنو ابى لعلهم يرشدون

"অতএব তাহারা আমার ডাকে যেন সাড়া দেয় এবং আমার উপর বিশ্বাস আনে, যাহাতে তাহারা সত্য পথে চলিতে পারে।"

(সুরা বকর—২৩শ রুকু)

প্রত্যেক অধঃপতনের যুগে মানুষ যখন সকল দিক দিয়া দিশাহারা হইয়া যায়, তখন তিনি পরম স্নেহময় পিতার ন্যায় নবীর অভ্যুত্থান করেন এবং তাঁহার মারফৎ নিজের দিকে ডাক দেন। যাহারা নবীর ডাকে সাড়া দেয় এবং তাঁহার উপর আল্লাহ্‌তায়ালার অবতীর্ণ বাণীতে ঈমান আনে আল্লাহ্‌তায়ালা তাহাদের প্রার্থনার উত্তর দেন। এ যুগে, হযরত মসিহ্‌ মওউদ (আঃ)-এর মারফৎ তিনি মানব মণ্ডলিকে আহ্বান জানাইয়াছেন। ব্যক্তিগতভাবে তাঁহার নিকট হইতে প্রার্থনার উত্তর লাভ করিতে হযরত মসিহ্‌ মওউদ (আঃ)-এর অনুসরণের প্রয়োজন। কারণ তিনি আজ পবিত্র কুরআনের শিক্ষা ও হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর আদর্শকে জগতে দ্বিতীয় বার প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ভাগ্যবান সেই জন, যিনি আল্লাহ্‌তায়ালার বাক্যলাভে ধন্য হয়েন।

দোয়ার কবুলিয়ত

আল্লাহ্‌তায়ালার ভাষণ শক্তির আলোচনা প্রসঙ্গে তাহার দ্বারা ভক্তের প্রার্থনা মঞ্জুরের কথা উল্লেখ করিয়াছি। এখন আমরা উহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ ধারাধামে মানবের আগমনের লক্ষ্য নির্দেশক, ভাগ্য নির্ধারক এবং ঐক্য স্থাপক তিনটি দোয়া ও উহাদের কবুলিয়তের বর্ণনা পেশ করিব। এই তিনটি দোয়া বহু কালের ব্যবধানে, আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট তিনটি মহাপুরুষের দ্বারা নিবেদিত হইলেও, দোয়ার বিষয় বস্তু এক। উক্ত তিনটি দোয়ার মধ্যে রহিয়াছে তৌহীদ ও বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠার ভিত্তিতে মানব জাতির ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণের জন্য হৃদয় নিঙড়ান আকুল আবেদন।

বালক ইসমাইল (আঃ)-কে লইয়া যখন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কাবাগৃহের স্থাপনা করেন, তখন উহাকে কেন্দ্র করিয়া হযরত ইসমাইলের বংশে বিশ্ব নবীর আবির্ভাবের জন্য তিনি আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট দোয়া করেন।

ربنا وا بعث فيهم رسولا منهم يتلوا
عليهم ايتك و يعلمهم الكتاب و الحكمة
و يزكيهم ط انك انت العزيز الحكيم ٥

"এবং হে আমাদের রব, তাহাদের মধ্যে হইতে তাহাদিগের জন্য এক রসুলের আবির্ভাব কর, যে তাহাদের নিকট তোমার নিদর্শনাবলী বর্ণনা করিবে, গ্রন্থ এবং জ্ঞান শিক্ষা দিবে এবং তাহাদিগকে পবিত্র করিবে। নিশ্চয়ই তুমি সর্বশক্তিমান এবং প্রজ্ঞাময়।"

(সুরা বকর—১৫শ রুকু)।

হযরত ইব্রাহীম ও ইসমাইল (আঃ)-এর তিরোধানের পর তাহাদিগের বংশধর মক্কার অধিবাসীগণ কয়েক হাজার বছরের বিপথগামীতা এবং কাবাগৃহে ৩৬০ দেব দেবীর প্রতিষ্ঠা দ্বারা উক্ত দোয়ার কবুলিয়াতের বাহ্য আশাকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করিয়া দিলেও, যখন হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর আবির্ভাব হইল, তখন উহার পূর্ণতা শত সূর্যের আলোকে জগতকে উদ্ভাসিত করিয়া দিল। কাবাগৃহ প্রতিমাশূন্য হইল এবং দেশ হইতে সমস্ত ব্যভিচার বিদূরিত হইল। তিনি পূর্ণ তৌহীদ ও বিশ্ব মানবতার ভিত্তি স্থাপন করিয়া গেলেন। হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর দোয়াকে তিনি মানব জাতির নিকট অবিস্মরণীয় করিয়া দিলেন।

যেহেতু কালের গতিতে মানুষের ভ্রান্তপথে যাওয়া স্বভাব, সেই জন্য তিনি ভবিষ্যতে ভ্রান্ত মানব জাতির

পুনঃ পথ প্রদর্শনের জন্য তাহাদিগের মধ্যে তাঁহার নিজের ন্যায় এক পথপ্রদর্শকের আবির্ভাবের দোয়া করিয়া গেলেন। নামাযের শেষে বসিয়া যে দরুদশরীফ পড়া হয়, উহার মধ্যে তিনি এজন্য স্বয়ং দোয়া করিয়া গেলেন এবং উহার পাঠকে অপরিহার্য করিয়া গেলেন।

اللهم صلى على محمد و على ال محمد
كما صليت على ابراهيم و على ال ابراهيم
انك حميد مجيد ٥
اللهم بارك على محمد و على ال محمد
كما باركت على ابرهيم و على ال ابرهيم
انك حميد مجيد *

"হে আল্লাহ্! মোহাম্মাদ এবং মোহাম্মদের বংশধরগণের উপর তুমি আধ্যাত্মিক কল্যাণ বর্ষণ কর যেভাবে তুমি আধ্যাত্মিক কল্যাণ বর্ষণ করিয়াছিলে ইব্রাহীমের বংশধরগণের উপর। নিশ্চয় তুমি সকল প্রশংসার অধিপতি এবং মহান।

হে আল্লাহ! মোহাম্মাদ এবং মোহাম্মাদের বংশধরগণের উপর তুমি জাগতিক কল্যাণ বর্ষন কর, যেভাবে তুমি ইব্রাহীম এবং ইব্রাহীমের বংশধরগণের উপর জাগতিক কল্যাণ বর্ষণ করিয়াছিলে। নিশ্চয় তুমি সকল প্রশংসার অধিপতি এবং মহান।"

চলতি চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে যখন ইসলাম ধর্ম ভিতর ও বাহিরের আক্রমণে ভূপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইল, তখন কাদিয়ানে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ)-এর আবির্ভাবে দরুদশরীফের দোয়ার পূর্ণতা আবার সগৌরবে প্রকাশিত হইল। তিনি একা চর্তুমুখী হামলাকে প্রতিরোধ করিলেন এবং পবিত্র কুরআনের শিক্ষা ও হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর আদর্শকে পুণঃ প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এ সম্বন্ধে আমি পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি।

তিনি তাঁহার আধ্যাত্মিক কার্যারাম্ভের সূত্রপাতে ইসলামের দুর্দিনকে লক্ষ্য করিয়া ৪০ দিন যাবৎ একাধিকক্রমে আল্লাহতায়ালার নিকট দোয়া করেন। উহার উত্তরে আল্লাহতায়ালা তাঁহাকে এক পুত্র দানের সুসংবাদ দেন, যাঁহার দ্বারা জগতের কোনায় কোনায় ইসলাম প্রচারের জোরদার ব্যবস্থা স্থাপনের তিনি প্রতিশ্রুতি দেন। আল্লাহ্‌তায়ালার তরফ হইতে তাঁহার নিকট যে সুদীর্ঘ শুভসমাচার আসে উহার জরুরী অংশ নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল—

میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا
ہوں - اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے
مانگا - سو میں نے تیری تضرعات کو سنا
اور تیری دعاؤں کو اپنی رحمت سے بہایہ
قبولیت جگہ دی سو تجھے بشارت ہو -
کہ ایک وجیہ اور ایک لڑکا تجھے دیا جائے گا
ہم اس میں اپنی روح ڈالینگے - اور
خدا کا سایہ اسکے سر پر ہوگا - وہ جلد جلد
بڑھیگا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب
ہوگا اور زمین کے کناروں تک شہرت پائیگا
اور قومیں اس سے برکت پائیں گی

"আমি তোমাকে এক করুনায় নিদর্শন দিতেছি, তুমি যেভাবে আমার নিকট চাহিয়াছ তদনুযায়ী। অতএব আমি তোমার সকরুণ নিবেদন সমূহ শুনিয়াছি এবং তোমার প্রার্থনা সমূহকে করুণা সহকারে কবুলিয়াতের মর্যাদায় স্থান দিলাম। অতএব শুভ সংবাদ তোমার প্রতি যে এক সুন্দর ও পবিত্র পুত্র তোমাকে দেওয়া হইবে। আমি তাহার মধ্যে আপন রুহ ফুঁকিয়া দিব। খোদার ছায়া তাহার মস্তকের উপদ হইবে। সে শীঘ্র শীঘ্র বাড়িবে এবং বন্দীগণের মুক্তির উপায় স্বরূপ হইবে এবং পৃথিবীর কোনায় কোনায় প্রসিদ্ধি লাভ করিবে এবং জাতিসমূহ তাহার নিকট হইতে কল্যাণ লাভ করিবে।"

(তাযকেরা ২য় সংস্করণ—১৪২-২৪৬ পৃঃ)

আহমদীয়া জামাতের দ্বিতীয় খলিফা হযরত মীর্যা বশীরুদ্দিন মাহমুদ আহমদ (রাঃ)-এর মধ্যে উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। তিনি ১৯১৪ হইতে ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সুদীর্ঘ ৫২ বৎসরের খেলাফত কালে সারা বিশ্বে ইসলাম প্রচারের শক্তিশালী কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছেন, বিভিন্ন ভাষায় কুরআনের অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন এবং যুগের সমস্যাবলী সম্বন্ধে পবিত্র কুরআন হইতে সমাধান সম্বলিত বহু পুস্তক প্রণয়ন ও প্রচার করিয়াছেন এবং পবিত্র কুরআনের অমর তফসীর লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি তাহার চতুর্মুখী প্রতিভার দ্বারা ইসলাম প্রচারের নিযামকে এমন সু-দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন যে, উহার মোকাবিলা করিবার কাহারও ক্ষমতা নাই। অদূর ভবিষ্যতে সারা বিশ্ব ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আসিবে তাহার ব্যবস্থাপনা হইয়া গিয়াছে। সে দিন দূরে নহে যে দিন হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর দোয়ার পূর্ণ প্রকাশ জগত দেখিবে এবং হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর পতাকা সারা বিশ্বে উড্ডীন হইবে। গত ৪০০০ বৎসরের ইতিহাসের পৃষ্ঠা সমূহ হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর দোয়ার কবুলিয়তের যে ধারাবাহিক প্রকাশ দেখাইয়াছে, উহা খোদার অস্তিত্বের জলন্ত ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতেছে। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এবং হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ) উভয়েরই দোয়ার লক্ষ্যস্থল ছিলেন হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) বিশ্ব পাঠ্য গ্রন্থসহ বিশ্ব নবীর আবির্ভাবের জন্য আল্লাহতায়ালার নিকট সকরুণ নিবেদন জানাইয়াছিলেন। তদনুযায়ী আল্লাহতায়ালা হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-কে বিশ্ব অমর পাঠ্যগ্রন্থ পবিত্র কুরআন দিয়া আরব দেশে আবির্ভূত ও প্রতিষ্ঠিত করিলেন। হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) তাঁহার শিক্ষা ও আদর্শের স্থায়িত্ব এবং শেষ যুগে তাঁহার উম্মতের বিভ্রান্তি ও অধঃপতনের পরিপ্রেক্ষিতে উহার পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহ্-তায়ালার নিকট নিবেদন জানান। তাঁহার উম্মত দৈনিক পাঁচবার নামাযে দরুদ শরীফের মধ্যে এই সকল নিবেদনের পুনরাবৃত্তি করিয়া আসিতেছে। তাহাদের অধঃপতনের মধ্যেও উম্মতের নামায পাঠকারী অংশ আল্লাহ্তায়ালার নিকট এই নিবেদন করিতে ছাড়ে নাই। এমন কি যাহারা এখনও ভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত এবং তাহাদিগের ঈপ্সিত মহাপুরুষের আগমনের পর তাঁহাকে গ্রহণ করে নাই, তাহারা এখনও এই দোয়া করিতেছে। আল্লাহ্-তায়ালা হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর উম্মতের সংস্কার ও জগতবাসীর উদ্ধারের জন্য হযরত মসিহ্-মওউদ (আঃ)-কে এযুগে পাঠাইয়াছেন। তাঁহারও দোয়ার লক্ষ্যস্থল ছিল হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) এর শরীয়ত সারা বিশ্বে জয়যুক্ত হওয়া। তাঁহার দোয়ার কবুলিয়তে তাঁহার দ্বিতীয় খলিফা হযরত মীর্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রাঃ)-এর ইসলামের বিজয়ের জন্য বিশ্ব জোড়া প্রোগ্রাম ও উহার ক্রমাগত দ্রুত সাফল্য। তাঁহার দ্বারা বিশ্বের সর্বত্র ইসলাম প্রচারের শক্তিশালী কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। ফল কথা হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) পূর্ব ও পরবর্তী সকল মহাপুরুষের লক্ষ্য ও আদর্শ স্থল। সে দিন দূরে নহে যেদিন সারা বিশ্ব ইসলামের নূরে আলোকিত হইয়া উঠিবে এবং ইসলামই একমাত্র কার্যকরী ধর্মরূপে জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে। স্বর্গে মর্তে উহার দ্রুত আয়োজন চলিতেছে।

দোয়ার কবুলিয়ত সম্বন্ধে উপরে আমি যে তিনটি দৃষ্টান্ত দিয়াছি, উহা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। উহার মধ্যে সত্যান্বেষীর জন্য আল্লাহ্তায়ালার অস্তিত্বের প্রত্যক্ষ প্রমাণ রহিয়াছে।

ইহা ব্যতিরেকে নবীগণের জীবনে দোয়ার কবুলিয়তের কোটী কোটী নিদর্শন রহিয়া গিয়াছে।

এ যুগেও হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর জীবনে অসংখ্য দৃষ্টান্ত আছে। উহার বিবরণ তাঁহার পুস্তকের মধ্যে পাওয়া যাইবে। তাঁহার পরে তাঁহার খলিফাগণের জীবনেও এ বিষয়ের ভূরী ভূরী দৃষ্টান্ত রহিয়াছে এবং বর্তমান খলিফা হযরত মীর্যা নাসের আহমদ (আইঃ)-এর দ্বারা নিত্য নিত্য নিদর্শন প্রকাশিত হইতেছে। বিশেষ স্মরণে রাখিবার বিষয় হইল যে, দোয়ার কবুলিয়তের ধারা নবী এবং তাঁহাদের জীবিত খলিফাদের মাধ্যমে প্রকাশিত হইয়া থাকে। সুতরাং দোয়ার কুবুলিয়তের নিদর্শন দেখিতে এই ধারার নিকটে যাইতে হইবে। অন্যত্র ইহার প্রমাণ মিলিবে না। এ সম্বন্ধে আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, আল্লাহ্‌তালা বলিয়াছেন যে, তোমরা আমার ডাকে সাড়া দাও, তাহা হইলে আমিও তোমাদের ডাকে উত্তর দিব। অজ্ঞ মানুষ আল্লাহ্‌তায়ালার ডাকে সাড়া দেয় না এবং অভিযোগ করে যে, আল্লাহ্ কথা বলেন না। আল্লাহ্‌তায়ালা মানুষকে তাঁহার নবীর মারফৎ ডাক দেন। যুগ নবীর ডাকে সাড়া দেওয়াতেই আল্লাহ্‌তায়ালার ডাকে সাড়া দেওয়া হয়। আল্লাহ্‌তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলিয়াছেন :—

و ما لكم لا تؤمنون بالله و الرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم و قد اخذ ميثاقكم ان كنتم مؤمنين ٥ هو الذى ينزل على عبده ايت بينات ليخرجكم من الظلومات الى النور -

"তোমাদের কি হইয়াছে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আন না? এবং আল্লাহ্‌র রসুল তোমাদিগকে ডাক দিতেছেন যেন তোমরা তোমাদের রবের উপর ঈমান আন এবং নিশ্চয় তিনি তোমাদের সহিত চুক্তি করিয়াছেন যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। সে তিনি, যিনি তাঁহার বান্দা রসুল-এর উপর প্রকাশ্য আয়াত অবতীর্ণ করেন, যেন তিনি তোমাদিগকে অন্ধকার হইতে আলোকের মধ্যে আনয়ন করিতে পারেন।" (সুরা হাদীদ—১ম রুকু)।

এখানে যে চুক্তির কথা আছে, উহা সুরা বকরের চতুর্থ রুকুতে বর্ণিত হইয়াছে, যাহা আল্লাহ্‌তায়ালা হযরত আদম (আঃ)-এর সহিত তাঁহার বংশধরগণের জন্য করিয়াছিলেন। উহা এই যে, তাহাদিগের হেদায়েতের জন্য যুগে যুগে আল্লাহ্‌তায়ালা পথপ্রদর্শক প্রেরণ করিবেন এবং মানুষ তাহাদিগের অনুসরণ করিয়া চলিবে। যাহারা এ চুক্তি মানিয়া চলিবে আল্লাহ্‌তায়ালা তাহাদিগের সহিত সম্বন্ধ রক্ষা করিবেন এবং যাহারা চুক্তি ভঙ্গ করিবে এবং যুগ নবীর উপর ঈমান আনিবে না, আল্লাহ্‌তায়ালা তাহাদিগের সহিত কথা বলিবেন না। আল্লাহতায়ালা পবিত্র কুরআনে বলিয়াছেন :—

ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم فى الاخرة ولا يكلمهم الله -

"যাহারা আল্লাহ্‌র সহিত চুক্তি ও নিজেদের ঈমানের অল্প মূল্য গ্রহণ করে, নিশ্চয় তাহারা পরিণামে কিছুই পাইবে না এবং আল্লাহ তাহাদিগের সহিত কথা বলিবেন না।" (সুরা এমরান—৮ম রুকু)।

নবীর অবর্তমানে তাঁহার খলিফার সহিত সম্বন্ধ কায়েম রাখার দ্বারা আল্লাহ্‌তায়ালার সহিত চুক্তি রক্ষিত হয়। আল্লাহ্‌তায়ালা বলিয়াছেন :—

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا -

"এবং আল্লাহ্‌র রজ্জুকে সকলে মিলিয়া মজবুত-ভাবে ধর এবং বিভক্ত হইও না।"

(সুরা এমরান—১১শ রুকু)।

খেলাফৎকে আল্লাহ্‌র রজ্জু বলা হইয়াছে, যাহার সম্বন্ধে আল্লাহ্‌তায়ালা ওয়াদা দিয়াছেন যে, তিনি ইসলামের মধ্যে ইহাকে চিরস্থায়ী করিবেন।

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

॥ অন্তরমুখী ॥

—মোহামদ মোস্তফা আলী

শুধু নিন্দা ও আফসোস নয়, চাই সুষ্ঠু প্রচার ও কর্মসূচী ঃ

গত কয়েক মাসে সাময়িক পত্রিকাদিতে দেশ-বিদেশের কয়েকটি খবর প্রকাশিত হয়েছে। খবরগুলো ছোট। তবে এগুলো নিয়ে একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই বর্তমান সভ্যতার স্রোত কিভাবে কোনদিকে বইছে তা' বুঝা সহজ হয়ে ওঠে।

'কলকাতার চিঠি নামে' ৩।৫।৬৯ তারিখের দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকায়, দক্ষিণ কলকাতার 'রবীন্দ্র সরোবর ষ্টেডিয়ামে গত ৬ই এপ্রিল একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে যে সব সংবাদ ছড়ায় এর সারমর্ম হলো ঃ

"অশোক কুমার নাইট" নামে এই অনুষ্ঠানে অনেকের মতে ব্যাপকভাবে নারী নির্যাতন চলে। ষ্টেডিয়ামের দৃশ্য যখন পরিত্যক্ত যুদ্ধক্ষেত্র, তখন সেখানে এবং তার আশেপাশে পরিত্যক্ত শাড়ী, ব্লাউজ, সায়া ও ব্রেসিয়ারের টুকরো দেখতে পাওয়া যায় বলে কলকাতার দু'টি সংবাদপত্রে বলা হয়। আর প্রত্যক্ষ-দর্শী বলেন—পুলিশ তিন ট্রাক বোঝাই শাড়ী, ব্লাউজ, সায়া ও ব্রেসিয়ারের টুকরো মাঠ থেকে সরিয়েছে।"

প্রাচীন সভ্যতায় গর্বীত একটি দেশের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নাগরিকদের নৈতিক মানের যে প্রদর্শন হয়ে গেলো এতে চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই যে আৎকে ওঠবেন তাতে সন্দেহের কোনই অবকাশ নেই।

'পাত্র চাই' নামে ৩০।৪।৬৯ তারিখের দৈনিক ইত্তেফাকে যে সংবাদটি বের হয় তা হলো ঃ

"বার্লিন, ২৮শে এপ্রিল—পশ্চিম বার্লিনের যৌন ও স্বাস্থ্য বিষয়ক দৈনিক 'ডেলী গার্ল' পত্রিকায় 'পাত্র চাই- বিজ্ঞাপনের কলমে বিবাহেচ্ছু মেয়েদের নাম-ধামসহ নগ্ন আলোকচিত্র প্রকাশিত হওয়ায় উহার সর্বশেষ কপি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এ সম্পর্কে

(আল্লাহ্‌তায়ালার অস্তিত্বের অবশিষ্ট্য)

وعد الله الذين امنو منكم - وعملو الصالحات ليستخلفنهم فى الارض كما استخلف الذين من قبلهم -

"আল্লাহ্‌তায়ালা তোমাদের মধ্যে ঐ সকল লোকের সহিত ওয়াদা করিতেছেন, যাহারা ঈমান আনে এবং নেক আমল করে যে নিশ্চয় তিনি তাহাদের জন্য পৃথিবীতে খেলাফৎ কায়েম করিবেন, যেমন পূর্ববর্তী-গণের জন্য তিনি খেলাফৎ কায়েম করিয়াছিলেন।"

(সুরা নুর - ৭ম আয়াত)।

আল্লাহ্‌তায়ালার মনোনীত খেলাফৎ এখন আহ্‌মদীয়া জামাতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহাই সত্য পথ। আল্লাহ্‌তায়ালার সহিত বাক্যালাপের দ্বার একমাত্র ইহারই মধ্যমে খোলা রহিয়াছে। আল্লাহ্‌-তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলিয়াছেন ঃ —

ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا و ابشرو بالجنة التى كنتم توعدون ٥

"যাহারা বলে আল্লাহ্ আমাদের প্রভু, এবং সত্যপথে কায়েম থাকে, তাহাদের উপর ফেরেস্তা অবতীর্ণ হয় ও সংবাদ দেয়; ভীত হইও না ও দুঃখিত হইও না, পরন্তু শুভ সংবাদ গ্রহণ কর সেই উদ্যানের যাহার সম্বন্ধে তোমাদিগকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল।"

(সুরা হামীম—৪র্থ রুকু)।

(চলবে)

★

পত্রিকার মুখপত্র প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন: "এইসব আলোকচিত্রে বরং শালীন ও অকপট মেয়েদের পরিচয়ই ফুটাইয়া তোলা হয়েছিল।

'ডেলী গার্ল' পত্রিকার 'ইউরোপের বৃহত্তম বক্ষ' 'প্রতিযোগিতা সম্পর্কেও পারিবারিক বিষয়ক দফতর সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। এই প্রতিযোগিতায় যিনি প্রথম স্থান অধিকার করবেন, তাকে ৫ শত ডলার পুরস্কার দেওয়া হবে।"

'গীর্জায় নগ্নব্যালে নৃত্য' নামে ইত্তেফাকে ১১'৫'৬৯ তারিখে আর একটি খবর বের হয় তা হলো:

"লণ্ডন, ৯ই মে—দুইজন নৃত্যশিল্পী গত পরশু রাত্রে এখানকার একটি গীর্জার মিলনায়তনে একটি নগ্ন ব্যালের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন। জাপানী লেখিকা মোমোকা হোসোকাওয়া 'শকুন' নামে এই ব্যালে 'নৃত্য নাট্য' রচনা করেছেন।

মার্কিন প্রযোজক এডাম ডেরিয়াস বলেন, ইতিপূর্বে বৃটেনে এতটা নগ্ন কোন নৃত্যনাট্যের আয়োজন করা হয় নাই।

পুলিস অনুষ্ঠানে বাধা দিতে পারে বলিয়া প্রযোজকগণ আশঙ্কা করেছিলেন। এই আশঙ্কা সত্বেও অনুষ্ঠানে শেষ পর্যন্ত অবাধে শেষ হয়।

'চ্যালেন্‌জের পরিণতি' নামে দৈনিক পয়গাম পত্রিকার ৩।৬'৬৯ তারিখে যে সংবাদটি প্রকাশিত হয় তা হলো:

"করাচী, ২রা জুন জনসমক্ষে নির্বিবাদে অবৈধ কার্যকলাপ করতে পারবে বলে পাঁচটি দম্পতি পরস্পরের মধ্যে চ্যালেন্‌জ প্রদান করে।

পুলিসসূত্রে প্রকাশ উক্ত চ্যালেন্‌জ দানের পর শামিনা ও রওশন দম্পতি ক্লিফটন ব্রিজের উপর সর্ব-জনসমক্ষে চুম্বক দান করিলে তাহাদের গ্রেফতার করা হয়।

পুলিস মোশারত আনোয়ারী ও শামিম দম্পতিকে নাজির রোডে প্রকাশ্যে অশ্লীল কাজে লিপ্ত থাকার দায়ে গ্রেফতার করে।

পুলিস পাকিস্তান দণ্ডবিধির ৯৪ ধারা মোতাবেক উক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে এক মামলা দায়ের করেছে।"

খবরগুলোর সাথে বহু দেশ জড়িত। উন্নত, উন্নয়ন-কামী দেশ যেমন রয়েছে, তেমনি খ্রীষ্টান এবং ইসলামী ধর্মবলম্বী দেশও। সুষ্ঠু সমাজ ব্যবস্থা ও মানবতা গড়ে তোলার পক্ষে ক্ষতিকর যা কিছুই যে কোন দেশেই ঘটুক না কেন তা মানব দরদী হৃদয়ে আঘাত না দিয়ে পারে না। তা সত্বেও আমরা এখানে বিশেষ করে শেষোক্ত সংবাদটির প্রতি দেশবাসির দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করতে চাই। ইসলামের আদর্শকে রূপায়নের প্রতিশ্রুতিতেই পাকিস্তানের জন্ম হয়েছে। আদর্শ রূপায়নের কাজটি ব্যক্তি ও সমষ্টি জীবনের সর্বস্তরেই হওয়া চাই।

কিন্তু দেখা যাচ্ছে ইসলামী আদর্শকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে জনসমক্ষে লঙ্ঘন করার মানসিকতাও অনেকের ঘারে বেশ জোরেই চেপে বসেছে। এসবের বিরুদ্ধে সাবধান না হলেও সমষ্টিগত চাপ সৃষ্টি করতে এগিয়ে না আসলে পাকিস্তান অর্জনের মূল উদ্দেশ্য দেশবাসীর নিজেদের আচরণের দরুণই ব্যর্থ হবে। অপরদিকে পারিবারিক, সংস্কৃতিক এবং বিশেষ করে যৌন জীবন সম্বন্ধে ইসলামি শিক্ষা ও আদর্শকে দেশবাসির সামনে তোলে ধরা একান্ত প্রয়োজন।

স্বেচ্ছাচার, অনাচার ইত্যাদির বিরুদ্ধে ঘৃণা প্রকাশই যথেষ্ট নয়। সাথে সাথে আদর্শ প্রচারের প্রয়োজন আরো বেশী। দুনিয়া যখন যৌন অনাচারে ভরে ওঠছে তখন আদর্শ যৌন আচারকে কোরআন কিতাবে আবদ্ধ রেখে বসে থাকলেই দায়িত্ব শেষ হতে পারে না। আদর্শবাদিগণ শুধু নিন্দা ও আফসোসের মধ্যে নিজ-দিগকে সীমিত রাখলে দুনিয়ার তেমন কোন ফায়দা হবে না। এজন্য তাদেরকে সুষ্ঠু প্রচার ও কর্মসূচী নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে।

*

॥ অমর যাদের জীবন কথা ॥

কর্ণেল ডাক্তার মোহাম্মদ ইউসুফ সাহেবের জীবনী

– মাহ্‌মুদ আহ্‌মদ

দিন যায় রাত আসে, প্রাকৃতির লীলা-খেলার শেষ নেই। মানুষ জন্মলাভ করে, আবার সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। নশ্বর জীবনের স্বল্প দিন কাটিয়ে শাশ্বত জীবনের জন্য প্রস্তুত হয়। সেখানে থাকবে অনন্ত কাল, যার মেয়াদের অঙ্ক এই জগতের কেউ জানে না।

আল্লাহ্‌র পথে যারা জীবন উৎস্বর্গ করে সার্থক হলেন, কর্ণেল ডাক্তার মোহাম্মদ ইউসুফ সাহেব তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

উনিষষ, একষট্টি সনে তিনি জীবন উৎস্বর্গ করেন। এর পূর্বে তিনি মিলিটারীতে দেশের সেবা করবার সুযোগ লাভ করেছেন। বিদেশে ইসলাম প্রচার হয় সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমে। সেখানে স্কুল, কলেজ এবং হাসপাতাল খুলে মানুষের সাহায্য করা হয়।

মানবসেবা ধর্মের একটা অঙ্গ; খ্রীষ্টানরা এই পদ্ধতিতে বহু মানুষকে আকর্ষণ করেছে। সুতরাং আজ পৃথিবীর সর্বত্র তারা বিস্তার লাভ করেছে। অর্থ এবং জীবন দিয়ে তারা মানব সেবায় এগিয়ে এসেছে। বর্তমানে তাদের মোকাবেলায় ইসলামের পক্ষে আহ্‌মদীর জমাত সর্বপ্রকার চেষ্টায় রত আছে। আহ্‌মদীয়াতের সূর্য্যের ক্রমশঃ বিস্তার আজ এর জলন্ত প্রমাণ যে, ত্রিত্ববাদের অচিরেই বিলপ্তি সাধন ঘটবে।

আহ্‌মদী মিশনারীগণ বহুদিন হতে নাইজেরীয়াতে ইসলামের ব্যাপক প্রচার করছেন, যার ফলে তথাকার বাসিন্দারা নৈতিকতায় প্রভূত উন্নতি করেছে। এর সাথে দৈহিক উন্নতি লাভের জন্য বহুদিন হতে তথায় ডিসপেনসারী খোলার চেষ্টা চলছিল। চেষ্টার মোটেই ত্রুটি হয় নাই। আল্লাহ্‌র অভিপ্রায় যা ছিল তাই ঘটেছে। বার বার বাধার সৃষ্টি হয়েছে।

সময়মত সেখানকার সরকারের অনুমতি পাওয়া গেলেও পাকিস্তানী ডাক্তারের অভাব ঘটেছে, আবার ডাক্তার পাওয়া গেলে সরকারের অনুমোদন লাভে ব্যাঘাত ঘটেছে। দশবৎসর অহরহ চেষ্টার পর ১লা নভেম্বর ১৯৬১ সালে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে তথায় চিকিৎসালয় খোলার বন্দোবস্ত হলে পর প্রচারের বিরাট সুযোগ হয়।

কর্ণেল ডাক্তার ইউসুফ সাহেব মরহুম উক্ত সনে নাইজেরীয়া পৌঁছেন এবং কৃতিত্বের সহিত চিকিৎসালয় চালাতে থাকেন।

গ্রামে উপযুক্ত চিকিৎসা করা অসুবিধে জনক, উপযুক্ত চিকিৎসকের অভাব, অপরদিকে উপযুক্ত চিকিৎসকের উপযুক্ত মূল্য সর্বদা গ্রামে পাওয়া যায় না।

এর প্রতি লক্ষ্য করে প্রথমে গ্রামে চিকিৎসালয় খোলার প্রস্তাব হলেও কোন কারণবশতঃ পরে ল্যাগোসেই কাজ আরম্ভ হয়। আমাদের চিকিৎসালয়ে কাজ করা ছাড়া তিনি সরকারী হাসপাতালেও নিয়মিত কাজ করেছেন।

এখানে একটি কথা উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ল্যাগোস যাওয়ার পর তিনি বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হন, কিন্তু অবিরত দোয়ার ফলে তিনি সফলকাম হন।

কোন কাজ আরম্ভ করাটা মোটেই সহজ নয়। ভবিষ্যৎ টিকিয়ে রাখতে হলে সব ইমারতের ভিত্তি দৃঢ়রূপে স্থাপন করতে হয়, আর যেটা খ্রীষ্টানদের জাগতিক শৌর্য-বীর্যের সাথে মোকাবেলা করবে সেটার মূল প্রোথিত হবে দৃঢ়রূপে বিভিন্ন উপাদানের সমন্বয়ে সুতরাং চিকিৎসালয় আরম্ভ করতে প্রথমে অনেক পরিশ্রম হয়।

ডাক্তার সাহেব মরহুম একজন ফেরেশতা প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। ব্যবহারিক জীবন এক সময়ে মুসলমান এবং অন্যান্য ধর্মালম্বীদের মধ্যে পার্থক্য করার মাপকাঠি ছিল। পরিতাপের বিষয় আজ আমরা উহা হতে বহু দূরে ছিটকে পড়ছি।

রোগীদের সাথে তাঁহার সদালাপ, মিষ্টভাষা, স্নেহ-মমতা, উদারতা ছিল খুব বেশী। তাই স্বল্পদিনেই তিনি বহু মানুষকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করেছিলেন।

রোগীদের জন্য সর্বদা তাঁহার দ্বার উন্মুক্ত ছিল! সকাল সন্ধ্যা রোগীদের ভীড় থাকত। ব্যথিত বিপন্ন মানুষকে স্নেহের কথা বলাটা বিরাট মহত্ত্বের পরিচয়। মানুষ যখন বিপন্ন হয়ে পড়ে, যখন রোগ যন্ত্রনায় তার শরীর ভেঙ্গে আসে, যখন সে মরণ পথের যাত্রী তখন তার সেবা শুশ্রূষা করাটাই বড় কাজ। মানুষ একে অপরের আত্মীয়; রাসুলুল্লাহর জীবনে এর বহু ঘটনা দেখতে পাওয়া যায়।

গত আট বৎসর হতে যেখানে সহস্র, সহস্র দুস্থ মানুষ শারীরিক উন্নতি লাভে সমর্থ হয়েছে, তথায় তারা আধ্যাত্মিকতায় ও প্রভূত অগ্রসর হয়েছেন।

জমাতের বাৎসরিক সম্মেলনে তিনি মেডিক্যাল সাহায্যের পূর্ণ বন্দোবস্ত করেছেন, বিভিন্ন অঞ্চল হতে আগত আহ্‌মদী এবং গয়ের আহ্‌মদী বন্ধুগন ডাঃ সাহেবের ব্যবহারে মুগ্ধ হতেন।

সেখানকার বাৎসরিক সম্মেলনে প্রায় সময় 'খেলাফত' এবং "নেজামের গুরুত্ব" বিষয়ে বক্তৃতা দিতেন। নিজ দায়িত্ব ছাড়া যখনই জামাত কোন কাজের জন্য তাঁহাকে আহ্বান করেছে, তখনই তিনি সাড়া দিয়েছেন। খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার ইজতেমায় সর্বদাই তরবিয়তি বিষয়ে বক্তৃতা দিতেন। যুবকরাই কওমের মেরুদণ্ড। আগামী দিনের উন্নতির সৌধ যুবকদের চরিত্র এবং পরিশ্রমের উপর নির্ভর কর। তাই মোসলেই মওউদ (রাঃ) বলেছেন, "যুবকদের শংসোধন ছাড়া জাতির শংসোধন অসম্ভব।"

ইসলাম প্রচার করে তিনি যে তৃপ্তি এবং আনন্দ লাভ করতেন তা তার বর্ণনা হতে তার চেহারাতে উজ্জলরূপে প্রকাশ পেত। অতি ব্যস্ততার মাঝে সময় অতিবাহিত করেছেন। সময় চলে যায় সমুদ্রের উর্মি মালার ন্যায়, অবশিষ্ট রয়ে যায় মানুষের স্মৃতি। যা অক্ষয়।

স্থায়ী অধিবাসীগণকে তিনি অত্যন্ত সম্মান চক্ষে দেখতেন। ভাই বলে সম্বোধন করতেন।

দীর্ঘদিন হতে এরা নিপিড়ীত অত্যাচারের পাত্র হয়ে আসছে বলে তিনি দুঃখ প্রকাশ করতেন। সময় কাউকে ক্ষমা করে না। ঘটনীয় ঘটে যায়। নব-প্রাণে সঞ্চার হচ্ছে। আফ্রিকাবাসীর মধ্যে। সে সময় দূরে নয় যখন এদের দ্বারা প্রমাণ হবে যে, স্রষ্টার সৃষ্টির মর্যাদা সাদা কালোর মাধ্যমে যাচাই করা হয় না, বা সভ্যতার দীর্ঘ পুথি শুনালেই মরুভূমিতে ঝরণা প্রবাহিত হয় না, বরং মান-সম্মান এবং মর্যাদার একমাত্র প্রাপ্য তাই যাদের প্রাণে ইশ্বর প্রেম এবং মানবগোষ্টির জন্য বিরাট স্থান রয়েছে। ডাক্তার সাহেব নশ্বর জীবন ত্যাগ করেছেন; ছেড়ে গেলেন অক্ষয় কীর্তি, যা মিটবে না বরং জাগরূক থাকবে সদা।

★

রসুলে করীমের (দঃ) জীবনের একটি অনন্য ঘটনা

একটী অনন্য ভবিষ্যদ্বাণী

—আঃ আঃ গোলাম আম্বিয়া

হযরত রসুল করীম (দঃ) এবং হযরত আবুবকর (রাঃ) দুইদিন সওর গুহায় অবস্থান করিলেন। তৃতীয় রাত্রে পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর ভৃত্য আমির বিন ফুহাইরা দুইটি উট লইয়া গুহার নিকট উপস্থিত হইল। একটি উটে হযরত রসুল করীম (দঃ) স্বয়ং ও পথ প্রদর্শক এবং অপরটিতে হযরত আবু বকর (রাঃ) ও তাহার ভৃত্য ফুহাইরা আরোহণ করিলেন।

যাত্রা শুরুর আগে হযরত রসুল করীম (দঃ) শেষ বারের মত তাঁহার মাতৃভূমি মক্কার পানে ফিরিয়া তাকাইলেন। আবেগে তাহার হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। এই মক্কাতে তাঁহার জন্ম হইয়াছে। এই খানে তাহার বাল্য, কৈশোর ও যৌবন কাটিয়াছে এবং এইখানেই তিনি আল্লাহ্‌তায়ালার বাণী লাভ করিয়াছেন। এই সেই মক্কা যেখানে হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর সময় তাঁহার পূর্ব পুরুষগণ বসবাস করিয়া আসিয়াছেন। সবকিছু ভাবিয়া তাহার হৃদয় ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। তিনি শেষ বারের মত অনেকক্ষণ ধরিয়া স্বীয় জন্মভূমির পানে তাকাইয়া রহিলেন এবং আপন মনে বলিয়া উঠিলেন, "হে মক্কা তুমি বিশ্বের যে কোন স্থান অপেক্ষা আমাদের নিকট অধিক প্রিয় কিন্তু তোমার অধিবাসীরা আমাকে এখানে বাসকরিতে দিলনা।" এতদশ্রবণে হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিয়া উঠিলেন, "যে শহর ইহার নবীকে বিতাড়িত করিয়াছে ইহাকে কেবল ধ্বংসের জন্যই অপেক্ষা করিতে হইবে।"

রসুলুল্লাহ্‌কে (দঃ) হত্যার জন্য মক্কাবাসীদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইলে হযরত রসুলে করীম (দঃ) ও হযরত আবু বকরকে (রাঃ) ধরিয়া আনার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা হইল। তাঁহাদের ঘোষণা ছিল যে কেহ হযরত রসুলে করীম (দঃ) অথবা হযরত আবু বকরকে (রাঃ) জীবিত অথবা মৃত তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত করিতে পারিবে তাহাকে একশত উট পুরস্কার দেওয়া হইবে। মক্কার চতুর্দিকে সকল গুত্রের মধ্যে এই খবর তড়িৎ গতিতে ছড়াইয়া পড়িল। পুরুস্কারের লোভে সরাকা বিন মালিক নামক এক বেদুইন সর্দার হিজরতকারী দলটির অন্বেষণে বাহির হইয়া পড়িল এবং শেষ পর্যন্ত মদিনার পথে তাহাদের দেখিতে পাইল। সুরাকা দূরে মরুপথে যাত্রীবাহী দুইটি উট দেখিতে পাইল এবং এই দুইটি উটেই হযরত রসুল করীম (দঃ) এবং হযরত আবু বকর (রাঃ) সওয়ার রহিয়াছেন ভাবিয়া দ্রুত অশ্ব হাকাইয়া চলিল।

অল্প কিছু দূর যাইয়াই তাহার অশ্বটি হুচট খাইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। সুরাকা ইহার সহিত দূরে ছিটকাইয়া পড়িল। এই সম্পর্কে সুরাকার বর্ণনা খুবই হৃদয়গ্রাহী। তিনি বলেন, "অশ্ব হইতে পড়িয়া যাওয়ার পর আরবদের সাধারণ কুসংস্কার অনুসারে আমি তীর ছুড়িয়া ভাগ্য পরীক্ষা করিয়া লইলাম। কিন্তু তীর দুর্ভাগ্যের ইঙ্গীত বহন করিয়া আনিল। পুরস্কারের লোভে আমাকে তখন এতখানি পাইয়া বসিয়াছিল যে, অন্যদিকে আমার কোন ভ্রূক্ষেপ ছিলনা। আমি পুনরায় ছুটিয়া চলিলাম এবং যাত্রী দলটির প্রায় নিকটে আসিয়া পড়িলাম। হযরত রসুলে করীম (দঃ) পূর্ণ মর্যাদার সহিত উটে সওয়ার ছিলেন এবং একবারও পশ্চাতে ফিরিয়া তাকাইতে-ছিলেন না কিন্তু হযরত আবু বকর (রাঃ) সম্ভবতঃ হযরত রসুলে করীম (দঃ)-এর নিরাপত্তার কথা ভাবিয়া বারবার পশ্চাতে ফিরিয়া তাকাইতে ছিলেন। আমি পুনরায় আমার অশ্বকে পায়ের দ্বারা এড়ি

দিলাম। অশ্ব পুনরায় হুচট খাইয়া পড়িয়া গেল এবং আমিও ভূপাতিত হইলাম। দ্বিতীয় বার আমি আমার ভাগ্য গননা করিলাম। এই বারও তীরে দুর্ভাগের ইঙ্গীত বহন করিয়া আনিল। পুনরায় অশ্বে আরোহণ করিয়া যাত্রা শুরু করা কষ্টকর মনে হইল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল যে, কাফেলাটি স্বর্গীয় রহিয়াছে। আমি চিৎকার করিয়া তাঁহাদের ডাকিলাম ও থামিতে অনুরোধ করিলাম। কাফেলার যথেষ্ট নিকটে পৌছিয়া আমি আমার অসৎ উদ্দেশ্য এবং আমার হৃদয়ের পরিবর্তনের কথাও ব্যক্ত করিলাম। তাঁহাদের আরও জানাইলাম যে আমি আমার অসৎ উদ্দেশ্য ত্যাগ করিয়া ফিরিয়া যাইতেছি। রসুল করীম (দঃ) আমাকে ফিরিয়া যাওয়ার অনুমতি দিলেন কিন্তু ওয়াদা করাইয়া লইলেন যেন আমি কাহারও নিকট তাঁহার খবর প্রকাশ না করি।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল যে তিনি সত্যই আল্লাহ্‌র রসুল এবং তাঁহার সাফল্য অবধারিত। আমি তাহাকে অনুরোধ করিলাম যেন তিনি আমাকে এই মর্মে একটি নিশ্চয়তা পত্র লিখিয়া দেন যে তিনি যখন ক্ষমতাশালী হইবেন তখন আমি নিরাপদ থাকিব। রসুলুল্লাহ্ (দঃ) আমির বিন ফুহাইরাকে একটি নিশ্চয়তা পত্র লিখিয়া দিতে আদেশ দিলেন। নিশ্চয়তা পত্র লইয়া আমি ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইয়াছি ঠিক সেই মুহূর্ত্তে হযরত রাসুলে করীম (দঃ) ভবিষৎ সম্পর্কে আল্লাহ্‌-তায়ালার নিকট হইতে একটি খবর লাভ করিলেন এবং আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'সুরাকা খসরুর স্বর্ণ বলয় যখন তোমার হাতে পরাইয়া দেওয়া হইবে তখন তোমার কেমন লাগিবে?" এই প্রশ্নে আমি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,

আপনি কোন খসরুর কথা বলিতেছেন? ইরাণের খসরু?" রসুল করীম (দঃ) বলিলেন, হাঁ।'

এই ঘটনার মাত্র ষোল সতর বৎসর পরের কথা। সুরাকা ইসলাম কবুল করিয়া মদিনা আসিয়াছেন। হযরত রসুল করীম (দঃ) এন্তেকাল করিয়াছেন এবং তাহার পরে প্রথমে হযরত আবু বকর (রাঃ) ও পরে হযরত ওমর (রাঃ) ইসলামের খলিফা নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ইসলামের ক্রমবর্দ্ধমান প্রতিপত্তি ইরাণীদের বিদ্বেষকে জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছে। তাহারা মুসলমানদের আক্রমণ করিয়া বসিল। কিন্তু মুসলমানদের পদানত করার পরিবর্তে নিজেরাই তাহাদের পদানত হইয়া পড়িল। মুসলমানদের নিকট ইরাণের রাজধানীর পতন ঘটিল এবং সম্রাট খসরুর স্বর্ণ বলয় সহ নগরীর সকল সম্পদ মুসলমানদের করায়ত্ব হইল।

সুরাকা ইসলাম কবুলের পর রসুলে করীম (দঃ) এর সহিত তাহার যে ঘটনা ঘটিয়া ছিল তাহা প্রায়ই বর্ণনা করিতেন। ইরাণে যুদ্ধে প্রাপ্ত মালে গনিমত যখন হযরত ওমর (রাঃ)-এর সম্মুখে আনা হইল তখন তিনি এসবের মধ্যে খসরুর স্বর্ণ বলয় দেখিতে পাইলেন এবং সুরাকার নিকট রসুলুল্লার (দঃ) ভবিষ্যদ্বাণীর কথা তাঁহার স্মরণ হইল। দারুণ বিপন্ন ও অসহায় রসুলে করীম (দঃ) এই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। হযরত ওমর এই ভবিষ্যদ্বানীকে বাস্তবে রূপদানের সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি সুরাকাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং স্বর্ণ বলয় হাতে ধারনের জন্য আদেশ দিলেন। সুরাকা ইহাতে প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন যে, ইসলাম পুরুষদের জন্য স্বর্ণালঙ্কার নিষিদ্ধ করিয়াছে। হযরত ওমর বলিলেন ইহা সত্য বটে কিন্তু এই ঘটনাটি তাহার ব্যতিক্রম। কারণ রসুলে করীম (দঃ) সুরাকার হাতে খসরুর স্বর্ণ বলয় পরিহিত দেখিয়াছেন। কাজেই তাহাকে এখন অবশ্যই ইহা ধারণ করিতে হইবে।

সুরাকা কেবল রাসুলুল্লাহ্‌র (দঃ) শিক্ষার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের খাতিরেই এতক্ষণ স্বর্ণ বলয় পরিধানে প্রতিবাদ করিতেছিলেন অন্যথায় রসুলে করীম (দঃ) এর এই মহা ভবিষ্যদ্বানীকে পূর্ণ করিয়া দেখাইবার জন্য তিনি অন্য কাহারও অপেক্ষা কম আগ্রহী ছিলেন না।

পলায়নকারী রসুল করীম (দঃ) বাদশাহ হইলেন। তাহার ইহ জীবনের সমাপ্তি ঘটিল। কিন্তু তাঁহার স্বলাভিসিক্তরা তাহার বাণী ও অনন্য ভবিষ্যদ্বানীর পূর্ণতা স্বচক্ষে দর্শন করিবেন।

[হযরত খালিফাতুল মসিহ্ সানী (রাঃ)-এর 'ইনট্রে ডাকশন টু দি হোলি কোরান' পুস্তক হইতে অনুদিত ও সংকলিত।]

★

হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ) ও ইরাণের বিপ্লব

॥ মোঃ নূরুল আলম ॥

আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে যখনই কোন মহাপুরুষের আবির্ভাব হয় তখন তাঁহার সাদাকাতের জন্য অসংখ্য নিদর্শনও ঘটিয়া থাকে। ইরাণের অন্তর্বিপ্লব হযরত মসিহ্‌ মওউদের (আঃ) জন্য অনুরূপ উল্লেখযোগ্য একটি ঘটনা। কোন মহাপুরুষ যখন কোন ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া থাকেন তখন অধিকাংশ লোকই ইহার উপর আমল দিতে চাহে না বরং অবিশ্বাস্য মনে করিয়া হাসি-তামাসা করিতে থাকে। আল্লাহ্‌র প্রেরিত পুরুষের ভবিষ্যদ্বাণী অপূর্ণ থাকে না, তবে আসমানি আজাব দেখিয়া যদি জনমনে ভীতির সঞ্চার হয় এবং অন্যায় কার্য্য হইতে বিরত থাকিয়া তারা তোবা করিতে থাকে তাহা হইলে আজাব রহিত হইয়া যায় এরূপ নজির ইতিহাসের পাতায় খুঁজিয়া পাওয়া যায়। ঈমান আনয়নকারীরা সেই ঘটনাবলী দেখিবার জন্য ভীতির সহিত অপেক্ষা করিতে থাকে এবং যেদিন ইতিহাসের পাতায় স্থান পাওয়ার জন্য সেই ঘটনা ঘটিয়া যায় সেদিন তাহাদের ঈমান আরও বৃদ্ধি পাইয়া থাকে এবং যাহারা ঈমান আনে নাই তাহাদেরও কোন কোন লোকের মনে ভীতির সঞ্চার হইয়া থাকে। ইরাণের কিং হাউজের বিশৃঙ্খলাও এইরূপ একটি নজির হিসাবে উল্লেখযোগ্য।

১৯০৬ সাল। হযরত মসিহ্‌ মওউদ (আঃ) ইলহাম প্রাপ্ত হইয়া জানিতে পারিলেন যে, ইরাণের কিংহাউজে অশান্তি বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হইবে। তিনি তাহা তৎকালীন কতকগুলি উর্দু এবং ইংরাজী পত্রিকায় ছাপাইয়া প্রচার করিলেন।

১৯০৫ সাল। ইরাণের জনগন ইরাণের তৎকালীন বাদ্‌শাহ মীর্জা মোজাফ্‌ফরউদ্দিনের নিকট তাহাদের কতকগুলি দাবী পেশ করিয়াছিল। বাদ্‌শাহ তাহাদের সকল দাবীর প্রতি সমর্থন করিলেন এবং পূরণ করিবার জন্য প্রতিশ্রুতি প্রদান করিলেন। ইরাণের জনগণ শান্ত হইয়া গেল। এমন সময় হযরত মসিহ্‌ মওউদ (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণীর কি প্রয়োজনীয়তা থাকিতে পারে। জনগন তাঁহার ভবিষ্যৎবাণী লইয়া অনেক হাসাহাসি করিল।

১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ৫৫ বৎসর বয়সে বাদশাহ মীর্জা মোজাফ্‌ফরউদ্দিনের মৃত্যু হয় এবং তাহার পুত্র মীর্জা মোহাম্মদ আলী উত্তরাধিকারী সূত্রে সিংহাসনের অধিকারী হইলেন। শান্তি ও শৃঙ্খলার সহিত শাসন কার্য্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহা অতি অল্পকালের জন্য স্থায়ী হইল। হযরত মসীহ্‌ মওউদ (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী বিপ্লবের বীজ অংকুরিত হইতে লাগিল ইরাণের 'রাষ্ট্রিয় পরামর্শ মজলিশে' বিবাদ শুরু হইল মজলিশের সভ্যরা বাদ্‌শাহের নিকট নূতন নূতন দাবী পেশ করিতে লাগিলেন, বাদ্‌শাহও তাহাদের সহিত সম্মত হইতে না পারিয়া তালবাহানা শুরু করিয়া দিলেন। মজলিশের মধ্যে দলাদলি শুরু হইয়া গেল। একদল কহিল আমাদের দাবী পূরণ করিয়া দিন অন্য দল কহিল, যাহারা ফেৎনা সৃষ্টি করিতেছে তাহাদিগকে বহিষ্কার করিয়া দিন। বাদ্‌শাহ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন এবং আসন্ন বিপদের মুখে নিজেকে অসহায় মনে করিতে লাগিলেন। 'রাষ্ট্রীয়পরামর্শ মজলিশ' বিভিন্ন দল উপদলে বিভক্ত হইয়া গেল। এইভাবে দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল। বাদ্‌শাহের রক্ষক-দের সহিত বিদ্রোহীদের তুমুল সংঘর্ষ হইয়া গেল। তৎপর বিদ্রোহী-জনগণ তোপের সাহায্যে বাদ্‌শাহ মহল ধ্বংশ করিয়া দিল।

ইরাণের ঘরে ঘরে বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। দক্ষিণ ইরাণের বড় বড় শহর লারনতান, লাচতজান, আকাবরাবাদ, ভূ-শহরে এবং সিরাজ ইত্যাদি শহরে বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠিল এবং বিদ্রোহী-জনগণকে কোনমতেই দমন করিতে পারিলেন না। অন্তর্বিপ্লব দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং বাদ্‌শাহের শাসনের পরিবর্ত্তে প্রজাতন্ত্র কায়েম হইল।

বাদশাহ প্রমাদ গুনিলেন। এই দুরবস্থা দেখিয়া শাহীখাজানা এবং অন্যান্য অত্যাধিক মূল্যবান দ্রব্য-সামগ্রী রাশিয়াতে পাঠাইতে লাগিলেন। আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া বিদ্রোহ দমনে ব্যর্থ হইলেন। অবশেষে ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জুলাই বাদশাহ ব্যর্থতার গ্লানি লইয়া ভগ্ন হৃদয়ে রাশিয়াতে পলাইয়া প্রাণ রক্ষা করিলেন।

ছোটদের পাতা

ইতিহাসে যাঁরা জীবিত

মাতৃভূমি ত্যাগ করে মহানবী (সাঃ) যখন ইয়াসরাবে চলে গেলেন তখন মক্কার বর্ব্বরদের অত্যাচার আরো বেড়ে গেল। মুসলমানদের ধ্বংসের জন্য হিজরী দুই সনে বিপুল সেনা বাহিনীসহ মদীনা আক্রমনের জন্য তারা বদর নামক স্থানে হাজির হল। মহানবী তিন শত তের জন মোমেন সহ ইসলামকে রক্ষা করবার জন্য অগ্রসর হলেন। সাহাবাদের সাথে কয়েকজন যুবকও যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। তাদেরকে মদীনায় ফেরৎ পাঠান হল।

হযরত ওমারের বিন-আবি ওক্কাস অতি অল্প বয়সের বালক ছিলেন। তাঁকে মদীনায় ফিরে যেতে বলায় তিনি কেদে ফেল্লেন। তখন মহানবী (সাঃ) তাঁকে যুদ্ধক্ষেত্রে থাকবার অনুমতি দিলেন।

যে তরুণ শান্তিরবাণী রক্ষাকল্পে এত বড় মহত্বের পরিচয় দিয়েছেন, আজ আমরা সকলে শ্রদ্ধার সাথে তাঁকে স্মরণ করি এবং তাঁহার উচ্চমার্গের জন্য প্রার্থন জানাই প্রভুর নিকট। খোদার পথে যারা নিজকে বিলিয়ে দেয় তারা সর্বদা জাগরূক থাকে। প্রভু দয়াময়ের ডাকে সাড়া দেবার পথ পুর্বে উন্মুক্ত ছিল, এখনও আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। চাই সেরূপ তরুণ যারা উৎসাহ্ উদ্দিপনার সাথে ইসলামের ঝাণ্ডা উড়ানোর জন্য বদর প্রান্তে গিয়েছিলেন।

"ভাইজান"।

হুসেন সাহেব চলে গেছেন

—ডাঃ মোহামদ সিরাজুল ইসলাম

কুমিল্লা জিলার ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মহকুমার আঞ্জুমানে আহ্মদীয়া তারুয়া নিবাসী মরহুম জনাব সাইদুল হাসান ওরফে হুসেন সাহেবের জীবনী আপনাদের সামনে পেশ করছি।

জনাব হুসেন সাহেবের পিতা একজন নেকভক্ত ও তারুয়ার একজন পুরানা আহ্মদী ছিলেন। হুসেন সাহেব প্রথমে তারুয়া ফ্রি প্রাইমারী স্কুলে পড়েন। ছোটবেলা থেকেই ক্লাশে ভাল ছাত্র বলে পরিচিত হন। প্রাইমারী শেষ করে তিনি তালসহর হাই স্কুলে ভর্ত্তি হন। হাই স্কুলে গিয়েও তিনি ক্লাশে প্রথম স্থান দখল করতেন। মেট্রিক পরীক্ষায় তিনি প্রথম বিভাগে উর্ত্তীন হন। পরে কুমিল্লা কলেজে তিনি বিজ্ঞান বিভাগে ভর্ত্তি হন এবং সেখান হতে তিনি প্রথম বিভাগে আই, এস, সি, পরীক্ষা পাশ করেন। তিনি ছোটকাল থেকে গ্রামের উন্নতির চিন্তা করতেন তারুয়া ষ্টুডেন্টস. ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক হিসাবে একাধারে বহুদিন কাজ করেছেন। ক্লাবের মারফতে ছেলেদের সভা সমিতি করতেন। ডিবেটিং ক্লাশ করতেন। নিজে একজন ভাল খেলোয়াড় ছিলেন। গ্রামের প্রত্যেক ছেলে যেন আদর্শ চরিত্র গড়ে তুলতে পারে তিনি সর্বদা সেই চিন্তা করতেন। তিনি যে ক্লাশ পড়তেন সেই ক্লাশের ছাত্রকেও পড়াতে পারতেন। উনারা সাধারণ গৃহস্থ ছিলেন। হুসেনের নাম বলিলে ছেলে বুড়া এক ডাকে চিনতেন। আই, এস সি, পাশ করে উনি বিমান বাহিনীতে চাকুরী নেন। আর্থিক অবস্থা তেমন সচ্ছল ছিল না। চাকরী জীবনেও তিনি সুনাম অর্জন করেন যথেষ্ট। মাত্র ১৫ বৎসর চাকরী করেন। চাকরী জীবন তিনি পশ্চিম পাকিস্তানে অতিবাহিত করেন। বিমান বাহিনী থেকে অবসর গ্রহন করে তিনি নিজ গ্রাম তারুয়া ফিরে আসেন। বাড়ী এসে গ্রামের নূতন বাজারে একটি রাইস মিল বসান কিন্তু এতে তিনি তেমন সুবিধা করতে পারেন নি। এই কাজে কামিয়াব হতে না পেরে তিনি ঢাকার ডেমরায় আহ্মদ বাওয়ানী টেক্সটাইল মিলে চাকরী নেন। ৩।৪ বৎসর চাকরী করে সেখানে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন। তিনি

নিজ গ্রামের আঞ্জুমান আহ্‌মদীয়ার প্রেসিডেন্ট জনাব মৌলবী আহমদ আলী সাহেবের দ্বিতীয় মেয়েকে বিবাহ করেছিলেন। ১৯৫৮ সনে বসন্তের টীকা গ্রহণ করেন। টীকাকে কেন্দ্র করে আস্তে আস্তে হুসেন সাহেব বাত রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। বাওয়ানী কোম্পানী থেকে উনার চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত করা হয়েছিল। প্রায় একমাস ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকার পর শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। ইন্না···উন। ঢাকা আঞ্জুমানের খোদ্দামগণ খবর পেয়ে দ্রুত হাসপাতালে গমন করেন এবং সেখান থেকে লাশ আঞ্জুমানে আনয়ন করেন। পর দিন সকালে ঢাকা আঞ্জুমানে জানাজা নামাজ আদায় করা হয়। পরে লাশ আজীমপুর গোরস্থানে নিয়ে দাফন করা হয়।

সর্বদা হাসিমুখে কথা বলা তাঁহার বাল্য অভ্যাস ছিল। আমাকে তালসহর হাই স্কুলে ভর্ত্তি কারার জন্য স্কুলে যাওয়ার পথে হুসেন সাহেব প্রশ্ন শিখিয়ে ছিলেন। হোয়াট ইজ ইউর নেইম? হোয়াট ক্লাশ ডু ইউ রিড্‌ইন? উনার মিষ্টি কথাগুলি আজও মনে পড়ে। একদিন তারুয়া গ্রামের ঠাকুর বাড়ীর পুকুরে ছুটীর দিনে হুসেন সাহেব বশি দিয়ে মাছ ধরছিলেন। পাশে বসে কথায় কথায় আমি জানতে চেয়েছিলাম আপনার কাছে পড়াশুনা কেমন লাগে? উত্তরে উনি বলেছিলেন কলেজ এবং ইউনিভার্সিটির ডিগ্রি নেওয়া আমার কাছে মনে হয় অতি সাধারণ বিষয়।

পূর্ব পাকিস্তানে তারুয়া আঞ্জুমান-ই-আহমদীয়া জামাত অনেক পুরাতন। হুসেন সাহেব সেই জামাতের একজন উৎসাহী যুবক আহমদী ছিলেন। উনার দাদা বৃদ্ধ অবস্থায় ছিলেন কিন্তু আহমদী ছিলেন না বরং ঘোর বিরোধী ছিলেন। ছাত্র অবস্থায় হুসেন সাহেব এক গয়ের আহমদী বাড়ীতে জায়গীর থেকে হাই স্কুলে পড়তেন। উনার দাদা বিরোধিতা করে হুসেন সাহেবের জায়গীর ছুটাবার চেষ্টা করেছেন কিন্তু হুসেন সাহেবের আদর্শ চরিত্রে লজিং মাষ্টার অত্যন্ত সন্তুষ্ট চিত্তে লেখা-পড়ার সুযোগ দেন। ছোটবেলা থেকে আমরা তারুয়া আঞ্জুমান আহমদীয়ার বাৎসরিক জলসার কাজে অংশ গ্রহণ করতাম। হুসেন সাহেবকে দেখতাম জলসায় আগত সব মেহমানকে সাদর অভ্যার্থনা করে বুজুর্গানদের থেকে আশীষ লাভ করতেন। জলসা উপলক্ষে যখন বাহির হতে মেহ্‌মান আসতেন তখন হুসেন সাহেব যুবকদের সঙ্গে নিয়ে তাল সহর রেল ষ্টেসনে গিয়ে আগত ধর্ম পিপাসুগণকে স্বাগত জানায়ে নিজ গ্রামে নিয়ে যেতেন। আবার পবিত্র জলসা শেষে সমবেত অতিথিকে বিদায় সম্বর্দ্ধনা জানায়ে রেল ষ্টেশনে পৌছিয়ে দিতেন। হুসেন সাহেব সর্বদা আহমদীয়তকে উচ্চ স্থান দিতেন। মরহুম আল্লামা জিল্লুর রহমান সাহেব, মরহুম মৌলানা মোমতাজ আহমদ সাহেব জনাব হুসেন সাহেবকে খুব স্নেহ করতেন।

জনাব মোঃ আহমদ আলী সাহেব, মোঃ মোস্তাফা আলী সাহেব ও মোঃ সিদ্দিক আলী এম, এ, সাহেব হুসেন সাহেবকে অত্যন্ত স্নেহের চোখে দেখতেন। স্নেহের নিদর্শণ স্বরূপ জনাব মোঃ সাহেব উনার কাছে মেয়ে বিবাহ দিয়েছেন। উনি ছিলেন আমাদের বিশেষ করে তারুয়া জামাতের গৌরব। তাল সহর হাই স্কুলে আমরা কয়েক জন আহমদী ছাত্র ছিলাম। অন্য ছাত্ররা আহমদীয়াতের অযথা সমালোচনা করত। হুসেন সাহেব সমালোচনা উপেক্ষা করে সকলের সঙ্গে বন্ধু ভাব রাখতেন এবং আহমদীয়াত প্রচার করতেন। উনি অকাট্য যুক্তির মাধ্যমে দলিল প্রমাণ পেশ করতেন।

মৃত্যু কালে জনাব হুসেন সাহেব এক ছেলে, দুই মেয়ে, স্ত্রী এবং বহু আত্মীয় স্বজন রেখে যান। ছেলে সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র। উনার অকাল মৃত্যুতে আমাদের জামাত একজন যোগ্য ব্যক্তিকে হারাল। মৃত্যু কালে তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় ৩৮ বৎসর মাত্র।

দোয়া করি আল্লাহ্‌তায়ালা যেন উনাকে পরপারে উচ্চস্থান দেন আরও কামণা করি খোদা যেন উনার ছেলে মেয়েদেরকে হেফাজতে রাখেন ও প্রকৃত মোমেনের জিন্দিগী দান করেন। আমীন।

॥ রাবওয়ার সমাজ কি ? ॥

—ইমদাদুর রহমান

আমি ছোটবেলাতেই পড়েছিলাম ইসলাম শান্তির ধর্ম। পরে অর্থ বুঝলাম ইসলাম ধর্ম পালন করলে সুখি সমাজ গড়া যায়। এইখানেই খট্‌কা বাধে যে, আমি মুসলমান সমাজে মানুষ হলাম, কিন্তু সুখি সমাজ দেখলাম না। অনেক আলোচনার পর বুঝলাম এটা শেষ জামানা তাই প্রকৃত ইসলাম নাই। বাস এখানেই ইতি পড়ল। কিন্তু মহান আল্লাহতায়ালা আমার উপর রহমত বর্ষণ করলেন। আমি প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদীর কাদিয়ানে আবির্ভাব সংবাদ পেলাম এবং বিনা দ্বিধায় বয়াত করার সৌভাগ্য লাভ করলাম। সমস্ত প্রশংসা একমাত্র খোদার প্রাপ্য। আহ্‌মদী হয়ে এমন এক অপূর্ব ঐশী স্বাদ পেলাম যা শুধুমাত্র আহ্‌মদীগণ ছাড়া আর কেহ পায় না এবং কখনও পাবে না। প্রকৃত ইসলাম যাহা খোদা তাঁহার সৃষ্টির জন্য পাঠাইয়াছেন তাহার সুমিষ্ট স্পর্শ পেলাম। এর পরে আমার ভাগ্যচক্র আবার এক পাক ঘুরল এবং আমি স্থানীয় আহমদীয়া জামাতের দোয়া নিয়ে রাবওয়া এলাম।

বিশ্ব আহমদীয়া জামাতের বর্ত্তমান কেন্দ্র রাবওয়ায় এসে পূর্ণ অনুভূতি লাভ করলাম যে সত্যিই দেড় হাজার বছর আগে মরুভূমি আরবের বুকে ইসলাম এসেছিল শান্তির ঝর্ণা হয়ে। দীর্ঘদিন পরে সেই ইসলাম জীবন্ত হয়েছে আজ আহ্‌মদীয়া জামাতের দ্বারা। একথা আমরা জোর গলায় ঘোষণা করি আজকের দুনিয়ায় একমাত্র আহ্‌মদীয়াতেই জীবন্ত ইসলাম পাওয়া যায়। যদি কেহ প্রকৃত ইসলামের স্বাদ গ্রহণ করতে চান এবং বিশ্ব-জগতের স্রষ্টাকে পেতে চান তবে জামাতে আহ্‌মদীয়ায় সন্ধান করুন।

সৃষ্টি জগতের সেরা সৃষ্টী মানবজাতী আজ জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির চরম শিখরে উন্নীত। কিন্তু প্রনিধান যোগ্য বিষয় এই যে আজই মানুষ মানুষকে সবচেয়ে বেশী ভয় করে। এক জাতি অন্য জাতির ভয়ে সদা সন্ত্রস্ত। জাতীর আয়ের অধিকাংশ ব্যয় হয় প্রতিরক্ষা এবং প্রতিশোধ নেবার আয়োজনে। এই কি সেরা সৃষ্টির পরিচয় ? স্রষ্টার কি এই কাম্য ছিল ?

পৃথিবীতে ইসলাম ব্যতীত এমন কোন আদর্শ নাই যাহা মানবজাতীকে শান্তির সন্ধান দিতে পারে। কারণ ইসলামে সকল মানুষ এক দেহ বিশিষ্ট ভাই স্বরূপ। কেহ কাহাকেও অযথা আঘাত বা মনে কষ্ট দিতে পারে না। কারণ তা যে তাকেও আহত করবে।

এখন রাবওয়ার সামাজিক জীবন নিয়ে আলোচনা করা যাক। রাবওয়ার সমাজ ইসলামী আদর্শে গঠিত এক সুখি উন্নত সমাজের নমুনা স্বরূপ। রাবওয়ার সমাজ বলতে জামাতে আহ্‌মদীয়া হইতে ভিন্ন কিছু বুঝায় না। এখানে প্রায় ১৫ হাজার লোকের বাস। হিসাব করে দেখা গিয়েছে পাকিস্তানের সকল শহর অপেক্ষা রাবওয়ায় শিক্ষিতের হার বেশী। এখানে ১টি করে পুরুষ ও মহিলার জন্য ভিন্ন হাই স্কুল ও কলেজ আছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলি যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষক মণ্ডলী দ্বারা অতি উন্নত মানে পরিচালিত এবং পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠান। সকল বিষয় পড়ার সুযোগ আছে। পাবলিক কর্তৃক পরিচালিত কলেজ অথচ চারজন পিএইচ ডি আছেন। ছাত্রও অনুরূপ দেশীও বিদেশী সকল দেশের আছেন। পাকিস্তানের বাইরে থেকে ছাত্র আসেন। এমনকি মহিলা কলেজেও ইন্দো-নেশীয়ান দুইজন মহিলা আছেন। আর একটি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বিল্ডিং-এর কাজ শুরু হয়েছে।

এছাড়া আমাদের জামেয়া আহমদীয়া মিশনারী কলেজটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান। কারও ধারণা হতে পারে এটা একটা ফকিরি মাদ্রাসা। কিন্তু আসলে একটা ইউনিভার্সিটির কাজ হয় এখানে। এবং বি-এ. এম-এ. বি-এস-সী. পাশ করার পরে অনেকেই এখানে আসেন। তাছাড়া পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শিক্ষানবীশও আছেন এখানে। বর্তমানে চারজন আফ্রিকার ঘান ও তানজিনিয়া হতে, ২ জন ফিজি দ্বিপপুঞ্জ হতে, ১ জন মরিশাস থেকে ও ৬ জন ইন্দোনেশীয়া হতে এখানে মিশনারী ট্রেনিং নিচ্ছেন। এই কলেজে বর্তমান মোট ছাত্র সংখ্যা ১৫৫ জন। শিক্ষকগনের যোগ্যতা বর্ণনা করতে গেলে এক এক জনের জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রবন্ধ লিখা দরকার।

এই ছোট্ট এলাকায় বর্তমানে ২৭টি মসজিদ আছে। প্রত্যেক মসজিদে প্রতি ওয়াক্তে যথেষ্ট পরিমাণ নামাজী হাযির হয়ে থাকেন। কারণ এখানকার অধিবাসী বা আহ্‌মদীয়াতের আলোকপ্রাপ্ত ব্যক্তিগনের ভাতৃত্ববোধ এত বেশী যে সর্বদা একে অপরের সহিত মিলিত হওয়ার জন্য ব্যাকুল থাকেন। বর্তমানে খলিফাতুল মসিহ্ সালেস (আইঃ) মসজিদ মোবারকে নামাজ পড়ান। জুমার দিন এই মসজিদে প্রায় তিন হাজার পুরুষ ও ১ হাজারের অধিক মহিলা নামাযে সামিল হন। অন্যদিন মেয়েদের আসার নিয়ম নাই। রমজান মাসে সর্বদাই আসতে পারে। রোজার মাসে অধিক শীতের মধ্যে এশা, ফরজ নামাজেও ২ বা ৩ শতাধিক শুধু মহিলাই জামাআতে সামিল হন। বর্তমানে আর একটি মসজিদের কাজ হচ্ছে। এই মসজিদের নাম মসজিদে আকসা। এতে আট হাজার লোকের নামাজের জায়গা হবে। উপরে মেয়েদের এবং নীচে পুরুষের জায়গা হবে। এই মসজিদের সমস্ত ব্যয় এক ব্যক্তিই বহন করছেন এবং একটি বড় মিনারও হচ্ছে।

এখানে জাগতিক ও আধ্যাত্মিক উভয় জগতের অতি উচ্চ স্থানীয় ব্যক্তির আনাগোনা আছে। কিন্তু আমরা সব সমান। গত ঈদুল ফিৎরের দিন আমরা সাহেবজাদা মোহতারম মীর্যা রফি আহ্‌দ সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করতে গেছি। ফিরবার সময় উনি আমাদের অসুস্থ বাঙ্গালী ভাই মাহমুদ সাহেবের জন্য মিষ্টিদ্রব্য দিলেন। একদিন বাজারে গিয়েছিলাম। আসার সময় দেখা হল বিশ্ব জামাতে আহমদীয়ার মুফতি মালেক সাইফুর রহমান সাহেবের সাথে। উনি কিছু মালটা দিলেন মাহমুদ সাহেবের জন্য। মাহমুদ সাহেব যখন হাসপাতালে ছিলেন, আমরা প্রায়ই দেখতে যেতাম। গিয়ে দেখতাম সর্বদা জামেয়ার ছাত্রের ভীড় লেগেই আছে। আমরা যদি তৈয়ার না থাকি তবে আমাদের শিক্ষকগণ বা এই বড় বড় দিকপালগই আগে সালাম বলে জড়িয়ে ধরেন গভীর ভাতৃত্বের আবেগে। সময় সময় সুযোগ হলে বিশ্ব-আদালতের বিচারপতি চৌধুরী জাফরউল্লাহ্ সাহেব, বৈজ্ঞানিক আবদুস সালাম সাহেব প্রভৃতি পাকিস্তান বা পৃথিবীর উজ্জল নক্ষত্রগণ এখানে আসেন। আমরা তাদের কাছেও একই সমতলে আপন ভাইয়ের মত আলাপ করে থাকি।

চরম ভাতৃত্বের এরূপ নিদর্শন একমাত্র আহমদী-য়াতেই মিলে। অন্য কোন জামাতে এমন নিদর্শন নাই।

জামাতের আর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট, শ্রমের মর্যাদা। আমাদের কেহ কোন কাজ করতে কখনও আপত্তি করে না। কারণ ছোট বড় আমীর গরীব সব এক সাথে কাজ করেন। দামী সুট কোট টাই পরিহিত নবাবজাদা, সাহেবজাদাগণ যদি আমাদের সবার সাথে মাটীর ডালী টেনে আনন্দ পান তবে কে এই কাজে আনন্দ না পাবেন? বাৎসরিক জালসার সময় লক্ষ্যাধিক লোকের থাকা খাওয়া সকল ব্যবস্থা

করিতে যে বিরাট পরিশ্রমের দরকার হয় তা না দেখলে অনুমান করা যায় না, অথচ যারা যত বড় তাদেরই বেশী কাজ করতে হয়। আর দেখেই বোঝা যায় এই কাজ করেই তারা সবাই সব চাইতে বেশী আনন্দ পান।

মৃতের জানাজা এবং কবর দেবার সময় কাজ করার জন্য সবাই এত ব্যস্ত উঠে যে কাহাকেও কাজের সুযোগ না দিলে সে নারাজ হয়ে উঠে। বৃদ্ধগণ বলেন, আমরা কিছু সংসেবা করে নেই। যুবকেরা বলে আমরা জোয়ান থাকতে আপনারা কেন কষ্ট করবেন। এমনভাবে সবাই মিলিয়া অতি শীঘ্র কাফন-দাফন সুসম্পন্ন করেন।

এখানকার বাসিন্দাগণ রাগ করা, ঝগড়া করা, গণ্ডগোল করা, মানুষকে পর ভাবা, হিংসা করা ভুলে গেছে। আমার মনে হয় কখনও বোধ হয় শিখেন নি। সবাই সবাইকে সাহায্য করতে চায় কিন্তু সবাই নিজে নিজে চলতে চায়। কারও সাহায্য নিতে চায় না। আর ছোট ছোট কারণে সর্বদা কৃতজ্ঞতার বাণী যেমন "আলহামদুলিল্লাহ্" "যাযাকুমুল্লাহ্", "আচ্ছালামু আলায়কুম" প্রভৃতি ছোট অথচ বরকতপূর্ণ দোয়া, এত অধিক পাঠ করা হয় যে এতে কাহারও উপর কোন দুঃখ আসিতে পারে না, যারা আল্লাহ্‌কে স্মরণ করেন না আল্লাহ্ তাদের দুঃখ দেন। কিন্তু আমরা সর্বদা সকল অবস্থাতেই খোদার কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি। পড়ে হাত ভাংলেও আল্‌হামদুলিল্লাহ্ বলা আমাদের স্বভাব। কাজেই দুঃখ আসবে কি করে?

আমি সোনার বাংলা দেশের সন্তান। তাই বাংলার খোদ্দাম ভাইদের কাছে আমার আবেদন যেন তাঁরা সমাজ সেবাতেই দ্বিধাহীন চিত্তে আত্মোৎসর্গ করেন। বাংলার সমাজকে সুখি সমাজ গড়ার ভার খোদ্দামদের হাতে ন্যস্ত। এই ভার বহন করতেই হবে। কারন স্বয়ং খোদা তাদের হাতে এ ভার দিয়েছেন বিশ্ব নবী মোহাম্মদ (সাঃ-এর প্রতিনিধি আহমদ (আঃ)-এই সংবাদ দিতেই এসেছিলেন। ইমাম মাহদী আহমদ (আঃ)-এর হাতে বয়াত করে যদি ইসলাম সমাজ গড়তে জীবন কোরবানী করা যায় তবেই বিশ্বনবী (সাঃ)-এর সাফায়াত লাভ ক'রে বিশ্ব-পিতার দরবারে পুরস্কার মিলবে। স্বয়ং খোদাতায়ালা আমাদের পরিচালক তবে আমরা যদি ইসলামী সমাজ না গড়তে পারি তবে পারবে কে? দয়াময় খোদা আমাদের সহায় হউন। আমীন।

★

সংবাদ

(১)

হযরত আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসিহ্ সালেস (আইঃ) এর স্বাস্থ্য আল্লাহ্‌তায়ালার অনুগ্রহে ভাল। বন্ধুগণ হুজুরের পূর্ণস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ুর জন্য দোয়া জারী রাখিবেন এবং হযরত আকদাসের উপদেশ অনুযায়ী নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হইবেন।

(২)

জনাব প্রাদেশিক আমীর সাহেব অসুস্থ অবস্থায় চট্টগ্রামের জমাত পরিদর্শণ শেষে ঢাকা ফিরিয়াছেন। বর্তমানে তাঁহার স্বাস্থ্য উন্নতির দিকে। বন্ধুগণ আমীর সাহেবের স্বাস্থ্যের জন্য দোয়া জারী রাখিবেন।

(৩)

কলিকাতা মজলিশে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার কায়েদ জনাব মাশরেক আলী সাহেব ভ্রাতা ভগ্নীগণের খেদমতে সালাম জানাইয়াছেন, এবং দোয়ার দরখাস্ত করিয়াছেন।

(৪)

গত ২৫শে জুন বাদ নামায জুম্মা করাচী আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার জেনারেল সেক্রেটারী জনাব আবদুল মজিদ সাহেব দারুদ তবলীগে খোদ্দামদের উদ্দেশ্যে এক ভাষণ দেন। তিনি একথার উপর বিশেষ জোর দেন যে, কথার সাথে কাজের সংগতি না হইলে সে কথার কোন মূল্য নাই, বরং লাভের পরিবর্তে ক্ষতি হয়। তিনি যুবকদিগকে উত্তম চরিত্রের অধিকারী হইবার জন্য তাগিদ করিয়াছেন।

(৫)

দারুত তবলীগের নির্মানরত মসজিদের ছাদ ঢালাই উপলক্ষে ঢাকা মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার উদ্যোগে এক বিরাট ওয়াকারে আমল করা হয়। দোয়া এবং আহাদ পাঠের পর ৮ ৩০মিঃ কাজ আরম্ভ হয়। প্রাদেশিক আমীর জনাব মৌলবী মোহাম্মাদ সাহেব, নায়েব আমীর জনাব আনওয়ার আহ্‌মদ কাহ্‌লুন, মোকামী আমীর জনাব এস, এম, হাসন সাহেব এবং জনাব কমডোর আর, ইউ, বাজুয়া সাহেব ইহাতে অংশ গ্রহণ করেন। খোদ্দাম আনসার এবং আতফাল সহ মোট ১৫০ জন বন্ধু ইহাতে অংশ গ্রহণ করেন।

সকলকে দুই গ্রুপে ভাগ করা হয়। সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় ওয়াকারে আমল শেষ হয়।

(৬)

পাক্ষিক আহ্‌মদীর ম্যানেজার জনাব বশির আহ্‌মদ সাহেবের মাতা কিছু দিন হইতে অসুস্থ। তিনি তাঁহার মাতার রোগ মুক্তি এবং স্বাস্থ্য লাভের জন্য সকলের নিকট দোয়ার আবেদন জাইতেছেন।

(৭)

জনাব আনিসুর রহমান সাহেব রাবওয়া হইতে জানাইয়াছেন যে, জামেয়া আহ্‌মদীয়ার বাৎসরিক পরীক্ষা শেষ হইয়া গিয়াছে। সকলের কামীয়াবীর জন্য তিনি দোয়ার আবেদন জানাইয়াছেন।

(৮)

আমাদের একজন গায়ের আহ্‌মদী ভ্রাতা আতাউর রহমান সাহেব জানাইয়াছেন যে, জুলাই মাসের প্রথম দিকে তাঁহার পরীক্ষা শুরু হইবে। তিনি তার কামিয়াবীর জন্য দোয়ার আবেদন জনাইতেছেন।

॥ বিশেষ বিজ্ঞপ্তি ॥

১

পাক্ষিক আহ্‌মদীর ছোটদের পাতায় আগামী সংখ্যা হইতে প্রশ্নোত্তর আরম্ভ হইবে। যাহারা সঠিক উত্তর দিবেন তাহাদের নাম প্রকাশ করা হইবে।

উত্তর প্রদানকারীকে অবশ্যই নাম বয়স এবং পূর্ণ ঠিকানা পাঠাইতে হইবে।

২

গত ২রা জুণ রোজ রবিবার দারুত তবলীগে হযরত আমীর সাহেবের সভাপতিতে এক ছাত্র সভা অনুষ্ঠীত হয় জামাতের ছাত্র ভাইদের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টির প্রয়াসে এবং অন্যায় কাজের প্রতি উৎসাহ সৃষ্টি করার জন্য আহ্‌মদীয়া ইণ্টার কলেজ এসোসিয়েসন ঢাকা (আহ্‌মদীয়া আন্তঃ কলেজ ছাত্র সমিতি ঢাকা নামে একটি ছাত্র সংঘ সংগঠিত হয়। এই সংগঠনের চীফ প্যাট্রোন হযরত আমীর মোঃ মোহাম্মাদ ও প্যাট্রোন ডাঃ আবদুস সামাদ খান চৌধুরী এবং একটি Advisory council নিম্নোক্ত সদস্য নিযুক্ত হন।

১। মোঃ মকবুল আহ্‌মদ খান সাহেব
২। মোঃ মোস্তফা আলী সাহেব
৩। মোঃ মুস্তাফিজুর রহমান সাহেব
৪। মোঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ সাহেব
৬। মোঃ বি, এ, এম, এ, সাত্তার Co-ordinater.

ইহা ছাড়াও উল্লেখিত সভায় ছাত্রদের মধ্য হইতে একটি কার্য-নির্বাহক কমিটি গঠিত হয়। সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নোক্ত ছাত্র কার্য-নির্বাহক কমিটির সদস্য মনোনিত হন।

১। নূরুল নওয়াব মোঃ সালেহ—(প্রেসিডেণ্ট
২। মোঃ হাসান সিরাজী ভাইস প্রেসিডেণ্ট
৩। মোঃ ইফতেখার উদ্দিন আতাহার জে:—সেক্রেটারী
৪। মোঃ আবদুল মজিদ—জয়েণ্ট সেক্রেটারী
৫। বশির আহ্‌মদ—সাধারণ সদস্য
৬। মোঃ জাফরুল্লাহ—সাধারণ সদস্য
৭। মোঃ দেলওয়ার হোসেন—সাধারণ সদস্য

৩

বিগত প্রাদেশিক মজলিসে শূরার প্রস্তাব মতে হযরত আমীর সাহেব ইষ্ট পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহমদীয়া, অধমকে বাংলা দেশে আহমদীয়া বিস্তারের ইতিহাস লেখার ভারার্পন করিয়াছেন। আমি বাংলা দেশে প্রাথমিক যুগের আহমদীয়াত বিস্তারের ইতিহাস সংগ্রহ করিয়াছিলাম, যাহা ২।৩ বৎসর আগে আহমদীয়া পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় পর্যায়ের ইতিহাস ইনশাল্লাহ আহমদীয়া পত্রিকায় প্রকাশিত হইতে থাকিবে। প্রত্যেক ভ্রাতাকে এই সম্বন্ধে তাঁহাদের নিজেদের আহমদী হইবার ও তাঁহাদের এলাকায় জমাতের ইতিহাস লিখিয়া এ অধমের নিকট পাঠাইয়া ও দোয়ার সাহায্যে আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে সাহায্য করিতে অনুরোধ করা হইতেছে। মীর্যা আলী আখন্দ

ভুল স্বীকার

পাক্ষিক আহ্‌মদীর গত সংখ্যায় "সংবাদে" মোঃ আবদুস সোবহান সাহেব এবং সৈয়্যদা হাসিনা আখতার বেগম সাহেবার মৃত্যুর তারিখ যথাক্রমে ২৩।৫।৬৯ এবং ২৫।৫।৬৯ এর স্থলে ভুল ক্রমে ২৩।৬।৬৯ এবং ২৫।৬।৬৯ তারিখ ছাপা হইয়াছে। ত্রুটি মার্জনীয়।

★

বিজ্ঞানীরা যিশু খৃষ্টের কাফন পরীক্ষা করিবেন

রোম, ২৩শে জুন—যিশু খৃষ্টের 'পবিত্র কাফন' পরীক্ষার জন্য এক বৈজ্ঞানিক কমিশন গঠন করা হইবে ইটালীর ক্যাথলিক সম্প্রদায়সূত্রে একথা জানা গিয়াছে।

যিশু খৃষ্টকে ক্রুশবিদ্ধ করিয়া হত্যা করার পর তাঁহার লাশ এই কাফনে জড়ানো হইয়াছিল। কাফনটি বর্তমানে তুরিনের আর্চ বিশপের জিম্মায় রহিয়াছে।

ইটালীর সাবেক সাভয় রাজবংশ ১৫শ' শতাব্দীতে পবিত্র কাফনটি সংগ্রহ করেন। তাঁহারা পরে আর্চ বিশপ (বর্তমানে কার্ডিনাল) মাইকেল পেলেগ্রিনকে উহা রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দেন।

যিশু খৃষ্ট যখন মরণাপন্ন ছিলেন তখন, না তাঁহার মৃত্যুর পর কাফনটি তাঁহার দেহে জড়ানো হইয়াছিল, উহা নিরূপণের জন্য বিশেষজ্ঞরা কাফনের রক্তের দাগ জৈব রসায়ন প্রক্রিয়ায় পরীক্ষা করিবেন।

সম্প্রতি জুরিখের 'পবিত্র কাফনের ভিত্তি' নামে একটি প্রতিষ্ঠান এই মর্মে অভিমত প্রকাশ করেন যে, যিশু খৃষ্টের মৃত্যুর পর তাঁহার দেহে কাফনটি জড়ানো হয় নাই। বরং ক্রুশবিদ্ধ করার পর তাঁহার দেহ হইতে যখন রক্ত ঝরিতেছিল এবং তিনি যখন জীবিত ছিলেন, সে সময় কাফন জড়ানো হয়। যিশু ইহার কিয়ৎকাল পরে প্রাণত্যাগ করেন।

জুরিখের উক্ত প্রতিষ্ঠান অভিযোগ করিয়াছেন যে, কাফনটি খাঁটি নয়—একথা যাহাতে প্রমাণিত না হয়, সেজন্য রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায় উহা বিনষ্ট করিতে চাহিতেছেন। —ডন

ঃ নিজে পড়ুন এবং অপরকে পড়িতে দিন ঃ

The Holy Quran.		Rs. 20·00
Our Teachings—	Hazrat Ahmed (P.)	Rs. 0·62
The Teachings of Islam	,,	Rs. 2·00
Psalms of Ahmed	,,	Rs. 10·00
What is Ahmadiyat ?	Hazrat Mosleh Maood (R)	Rs. 1·00
Ahmadiya Movement	,,	Rs. 1·75
The Introduction to the Study of the Holy Quran	,,	Rs. 8·00
The Ahmadiyat or true Islam	,,	Rs. 8·00
Invitation to Ahmadiyat	,,	Rs. 8·00
The life of Muhammad (P. B.)	,,	Rs. 8·00
The truth about the split	,,	Rs. 3·00
The economic structure of Islamic Society	,,	Rs. 2·50
Some Hidden Pearls.	Hazrat Mirza Bashir Ahmed (R)	Rs. 1·75
Islam and Communism	,,	Rs. 0·62
Forty Gems of Beauty.	,,	Rs. 2·50
The Preaching of Islam.	Mirza Mubarak Ahmed	Rs. 0·50
ধর্মের নামে রক্তপাত ঃ	মীর্যা তাহের আহ্‌মদ	Rs. 2·00
Where did Jesus die ?	J. D. Shams (R)	Rs, 2·00
ইসলামেই নবুয়্যাত :	মৌলবী মোহাম্মাদ	Rs. 0·50
ওফাতে ঈসা ঃ	,,	Rs. 0·50
খাতামান নাবীঈন ঃ	মুহাম্মাদ আবদুল হাফীজ	Rs. 2·00
মোসলেহ্ মওউদ ঃ	মোহাম্মাদ মোস্তফা আলী	Rs. 0·38

উক্ত পুস্তক সমূহ ছাড়াও বিনামূল্যে দেওয়ার মত পুস্তক পুস্তিকা মজুদ আছে।

প্রাপ্তিস্থান
জেনারেল সেক্রেটারী
আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া
৪নং বকসিবাজার রোড, ঢাকা—১

Published & Printed by Md. Fazlul Karim Mollah at Zaman Printing Works.
For the Proprietors, East Pakistan Anjuman Ahmadiyya, 4, Bakshibazar Road, Dacca—1
Phone No. 283635

Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar.